পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে
মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন, কোন রসুল
ও শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই
মহা গৌরব সম্পন্ন
নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ
হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহা-
কেও তাঁহার উপর
কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বাংলা ॥ ১৫ই মে ১৯৮৫ ইং ॥ ২৪শে শাবান ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৯শ বর্ষ:
'আহ্‌মদী' ১৫ই মে ১৯৮৫ ১ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১১শ পারা, ১৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'ঈমান এবং উহার আরাকান (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ)'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'রোযার কল্যাণ অতি মহান'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৫
* পাকিস্তান কর্তৃক আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ খণ্ডণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আই:) অনুবাদ : মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯
* পশ্চিমে সূর্যোদয় :	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৬
* সংবাদ :		২৯

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ বাংলা : ১৫ই মে ১৯৮৫ইং : ১৫ই হিজরত ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১১শ পারা ১৪শ রুকু

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ মোমেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জান এবং তাহাদের মাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন (এই ওয়াদায় যে), ইহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য জান্নাত আছে, (কারণ) তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তাহারা (দুশমনকে) হত্যা করে অথবা নিজেরা নিহত হয় ; ইহা এক ওয়াদা যাহা তিনি নিজের উপর অমোঘ কর্তব্য করিয়া লইয়াছেন (যাহা) তওরাত, ইঞ্জীল এবং কোরআনে (বর্ণিত আছে), এবং নিজ ওয়াদা পালনে আল্লাহ অপেক্ষায় অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে ? অতএব (হে মোমেনগণ !) তোমরা এই সওদায় খুশী হও, যাহা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ, এবং ইহাই মহা সফলতা।

১১২। যাহারা তওবাকারী, এবাদতকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, (আল্লাহর পথে) সফরকারী, রুকুকারী, সাজদাকারী, নেক কাজের আদেশ দানকারী, মন্দকাজের নিষেধকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী—এই সকল মোমেনকে সুসংবাদ দাও।

১১৩। ইহা নবী এবং মোমেনদের শানের খেলাফ ছিল যে মোশরেকদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত যদিও তাহারা নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন যখন তাহাদের উপর ইহা প্রকাশ হইয়া গেল যে তাহারা দোযখের অধিবাসী।

১১৪। এবং ইব্রাহীমের তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এক ওয়াদা রক্ষার জন্য ছিল, যাহা সে তাহার সহিত করিয়া ছিল কিন্তু যখন তাহার নিকট ইহা প্রকাশ হইয়া গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে উহা (অর্থাৎ ওয়াদা) হইতে মুক্ত হইয়া গেল ; নিশ্চয় ইব্রাহীম বড়ই কোমল হৃদয় ও সহিষ্ণু ছিল।

১১৫। এবং ইহা আল্লাহর শানের খেলাফ যে, তিনি কোন জাতিকে হেদায়ত দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিপদগামী করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহাদিগকে সেই সকল বিষয়

বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেন, যাহা হইতে তাহাদের পরহেয করা উচিত ; নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

১১৬। নিশ্চয় আসমান সমূহ ও যমীনের বাদশাহত একমাত্র আল্লাহর, তিনি যিন্দা করেন এবং মৃত্যু দেন ; এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ, ব্যতীত কোন বন্ধু নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

১১৭। আল্লাহ বড়ই ফযল করিয়াছেন নবীর উপর এবং সেই মোহাজের ও আনসারগণের উপর, যাহারা এমন সংকটপূর্ণ সময়ে তাহার এতায়েত করিয়াছিল, যখন তাহাদের মধ্যে একদলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, অতঃপর তিনি তাহাদের উপরও ফযল করিলেন, নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি পরম মহব্বতশীল, বারবার রহমকারী।

১১৮। এবং সেই তিন ব্যক্তির উপরও তিনি অনুরূপভাবে ফযল করিয়াছেন যাহারা পিছনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এমন কি যমীন উহার বিশালতা সত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবনও দুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহ (-র গযব) হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় নাই ; অতঃপর তিনি তাহাদের উপর ফযল করিলেন যেন তাহারাও তওবা করে ; নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই মেহেরবান, বারবার রহমকারী।

১১৯। হে মোমেনগণ ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

১২০। মদীনাবাসীগণ এবং তাহাদের চারিপাশের আরব মরুবাসীগণের জন্য ইহা সমীচীন ছিল না যে, আল্লাহর রসুলকে একা ছাড়িয়া পিছনে বসিয়া থাকে এবং তাহাদের জীবন লইয়া ব্যস্ত হয় ; (এই ফয়সলা) এই জন্য (করা যাইতেছে) যে, কোন পিপাসা, শ্রান্তি এবং ক্ষুধা আল্লাহর পথে তাহাদিগকে পৌছে না এমন কোন যমীনে তাহারা কদম রাখে না যাহা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করে এবং দুশমনের উপর তাহারা এমন কোন বিজয় লাভ করে না যাহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য নেক আমল লেখা হয় না ; আল্লাহ সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না।

১২১। এবং তাহারা আল্লাহর পথে কোন ছোট এবং বড় খরচ করে না এবং তাহারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করে না কিন্তু উহা (সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আমল-নামায় সেই নেক কাজ) লিখা হয় যেন তাহারা যে সব কাজ করিত আল্লাহ উহার উৎকৃষ্টতম বিনিময় তাহাদিগকে দান করেন।

১২২। মোমেনগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে তাহারা সকলে একযোগে (দীনি তালীমের জন্য) বাহির হয়, অতএব তাহাদের প্রত্যেক জামাত হইতে এক এক দল কেন বাহির হইয়া পড়ে না যাহাতে তাহারা দীন সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা তাহাদের জাতির নিকট ফিরিয়া আসে তখন তাহাদিগকে (তাহাদের ধর্ম-হীনতা সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারে যেন তাহারা (বিপথগামিতা হইতে পরহেয করে)?

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ঈমান এবং উহার আরাকান (অঙ্গপ্রতঙ্গ)

১। হযরত উমর বিন্ খাত্তাব রাযি আল্লাহু আনহু বলেন :

"আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুজুরে বসিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তাহার কাপড় খুব সাদা ছিল। চুল ছিল কালো। সে মুসাফেরও ছিল না এবং কেহ তাহাকে চিনিত না। সে আসিয়া আঁ-হযরতের (সাঃ) হাটুর সঙ্গে তাহার হাটু মিলাইয়া আদবের সঙ্গে বসিল। অতঃপর বলিতে আরম্ভ করিল : "হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! ঈমান কি?" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহর উপর, তাঁহার ফেরেস্তাগণের উপর, তাঁহার কেতাব সমূহের উপর, তাঁহার রসুলগণের উপর বিশ্বাস রাখ। পরকালে এবং ভাল ও মন্দ তক্‌দীরে বিশ্বাস রাখ।"
(তিরমিযি)

২। হযরত আবু যার (রাযিঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "ঈমানের সত্তর বা ষাটের কিছু উর্ধে শাখা আছে। তন্মধ্যে সকলের উপরে হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা এবং সর্ব নিম্ন হইল পথ হইতে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা এবং লজ্জাও ঈমানের একটি অংশ।" (বোখারী)

৩। হযরত নু'মান বিন্ বশীর (রাযিঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"মুসলমানগণের দৃষ্টান্ত তাহাদের পারস্পরিক প্রেম, দয়া ও সৌজন্যে দেহবৎ, যাহার কোন অংশ পীড়িত হইলে ঐ কারণে সমগ্র দেহ চেতনা-অস্থির ও তাপযুক্ত হয়।" (মুসলিম)

৪। হযরত আবু মুসা আশ্‌য়ারী (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "এক মুমেন অন্য মুমেনের জন্য মজবুত ইমারতের ন্যায়, যাহার একাংশ অন্য অংশকে শক্তি দেয় এবং সুদৃঢ় করে।" তিনি ইহা বুঝানোর জন্য তাঁহার আংগুলগুলির ফাঁক তৈরী করিয়া বুঝাইলেন যে, এই প্রকারে এই প্রাসাদের সকল অংশ পরস্পর মজবুত হয়। (বুখারী) [হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ :—**এ. এইচ. এম, আলী আনওয়ার**

অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ

মানুষ যৌবন কালেই পূর্ণরূপে পালনে সক্ষম হয়। নতুবা ষাট বৎসর যখন পার হইয়া যায়, যখন বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যধি আক্রমণ করিয়া বসে। যেমন, চোখ দিয়া পানি ঝড়া ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। ইহা ঠিক কথা যে বার্ধক্য শত রোগের বাসা। মানুষ যৌবন কালেই যাহা (সাধনা) করিয়া লয়, তাহারই বরকত ও কল্যাণ সে বৃদ্ধকালেও প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি যৌবন কালে কিছুই করে না, তাহাকে বৃদ্ধকালেও শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়। কবির কথায় 'শুভ্রকেশ মৃত্যুর সংবাদ বাহক।'

মানুষের কর্তব্য ইহাই, সে যেন যথাসাধ্য খোদাতায়ালার নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করে। রোজা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : ان تصوموا خير لكم অর্থাৎ 'যদি তোমরা রোজা রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য বড়ই কল্যাণ জনক।'

(আল-বদর, ১ম খন্ড, সংখ্যা সপ্তম, পৃঃ ৫২, তাং ১২ই ডিসেম্বর ১৯০২ইং)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

রোজার কল্যাণ অতি মহান

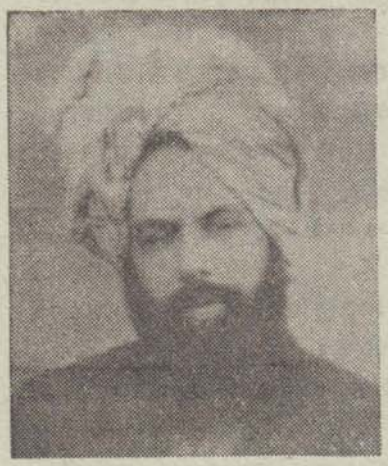

"কোরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র আয়াতাংশ হইতেই রমজান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়ঃ

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

(অর্থাৎ রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।—অনুবাদক)

সুফিগণ বলিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্‌ফ' (দিব্য দর্শন) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নফ্‌স" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোজায় "তাজাল্লিয়ে-কল্‌ব" (আত্মায় ঔজ্জ্বল্য) সাধিত হয়। "তাজকিয়া-নফ্‌স" (আত্ম-শুদ্ধি)-এর অর্থ রিপু দমনের শক্তি বৃদ্ধি।' 'তাজাল্লিয়ে-কলব' (আত্মার ঔজ্জ্বল্য) সাধিত হওয়ার অর্থ "কাশফ" বা দিব্য দর্শনের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা। সুতরাং شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن (অর্থাৎ, রমযান মাসেই কোরআণ অবতীর্ণ হইয়াছে) পবিত্র আয়াত ইহারই ইঙ্গিত বহন করে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোজার কল্যাণ অতি মহান। কিন্তু অসুখ-বিসুখ ও রোগ-ব্যধি মানুষকে এই নে'মত ও কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণ আছে, যৌবনকালে আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম, রোজা রাখা 'আহলে-বাইত' (রসুলুল্লাহ সাঃ এর পবিত্র পরিবার) এর সুন্নত। আমার (ইমাম মাহদী) সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) বলিয়াছেনঃ سلمان منا اهل البيت (সালমান আমাদের তথা আহলে বয়েতের শামিল)।

'সালমান'-এর অর্থ দুইটি صلح (সন্ধি বা শান্তিস্থাপন)—অর্থাৎ এই ব্যক্তির হস্তে দুইটি সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হইবে। এক, আভ্যন্তরীণ (ইসলামের ভিতরের বিভেদ নিষ্পত্তি)। দ্বিতীয়, ইসলামের বাহিরে (অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সংঘাত নিরাময়) এবং সে তাহার কাজ নম্রতার সহিত করিবে, তরবারির দ্বারা নয়। (আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে,) আমি হযরত হুসাইন (আঃ) এর স্বভাব ও ধারায় আদিষ্ট নই বরং হযরত হাসান (আঃ) এর স্বভাব ও ধারায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি যুদ্ধ পরিহার করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে, রোজার দিকে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। সুতরাং আমি তখন ছয় মাস ব্যাপী রোজা রাখিলাম। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, বিভিন্ন জ্যোতির স্তম্ভ সমূহ আকাশের দিকে উঠিতেছে। ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না যে, সেই সকল আলোক স্তম্ভ জমীন হইতে আকাশে যাইতেছিল, না আমার 'কল্‌ব' (অন্তঃকরণ) হইতে যাইতেছিল। কিন্তু এ সব সাধনা যৌবনকালেই সম্ভবপর ছিল। যদি আমি তখন চাইতাম, একনাগাড়ে চারি বৎসর রোজা রাখিতে পারিতাম।.....খোদাতায়ালার আহকাম দুই ভাগে বিভক্ত। এক, মালি (আর্থিক) ইবাদত, দ্বিতীয়তঃ, কায়িক ইবাদত। মালী ইবাদত তো সেই ব্যক্তির পক্ষেই পালন করা সম্ভব হয়, যাহার নিকট মাল আছে এবং যাহার নিকট মাল নাই, সে অপারগ ও ক্ষমাহ, এবং দৈহিক ইবাদতও

(অবশিষ্টাংশ ৩-এর পাতায় দেখুন)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ ইং তারিখে মসজিদে নূর, ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রদত্ত]

তাশাহুদ ও তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর কোরআন করীমের সূরা বনী ইসরাইলের ৭২ নম্বর আয়াত হইতে ৭৮ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।:— আয়াতসমূহের বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:

অর্থ:—এবং (সেই দিনকে স্মরণ কর) যেই দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাহাদের ইমামসহ ডাকিব। অতঃপর যাহাদের ডান হাতে তাহাদের (আমলের) কেতাব দেওয়া হইবে তাহারা (খুব খুশী হইয়া) তাহাদের কেতাব পড়িবে এবং তাহাদের প্রতি এক বিন্দুও জুলুম করা হইবে না। এবং যাহারা এই পৃথিবীতে অন্ধ থাকিবে তাহারা পরকালেও অন্ধ হইবে এবং (অনুরূপভাবে তাহারা) নিজেদের কাজ কর্মে পথভ্রষ্ট হইবে। এবং তাহাদের চেষ্টা ছিল যে, এই (কালামের) দরুন, যাহা আমি তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযেল করিয়াছি, তাহারা তোমাকে (কঠোর হইতে কঠোর) আঘাতে নিপতিত করিবে, যেন তুমি (তাহাদের ভয়ে) এই (কালাম) ছাড়া অন্য কোন (কালাম নিজের তরফ হইতে) বানাইয়া আমার প্রতি আরোপ করিয়া দাও এবং (যদি তুমি এইরূপ করিতে তাহা হইলে) এই অবস্থায় তাহারা নিশ্চয়ই তোমাকে তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইয়া লইত। এবং যদি আমরা তোমাকে (কোরআন দিয়া) দৃঢ়তা দান না করিতাম তাহা হইলেও (ইহাই হইত যে) তুমি (ইলহাম ছাড়াও) খুব কম ব্যাপারে তাহাদের দিকে ঝুঁকিতে (কিন্তু এখনত তোমাকে খোদার ওহী সঠিক রাস্তা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে)। এবং যদি (তাহাদের ধারনা অনুযায়ী তুমি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিতে) তাহা হইলে এমতাবস্থায় আমি তোমাকে এই জীবনের বড় আযাব ও মৃত্যুর বড় আযাব আস্বাদন করাইতাম (এবং) অতঃপর তুমি আমার মোকাবেলায় নিজের কোন সাহায্যকারী পাইতে না। এবং তাহারা নিশ্চয়ই তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে থাকে যাহাতে তোমাকে ভয় দেখাইয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু (যদি এইরূপ হয়, তা'হইলে) তাহারা (নিজেরাও) তোমার পরে অল্প সময়ই (নিরাপদ) থাকিবে

(এবং শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে)। এই আচরণ আমার ঐ আচরণের মত হইবে যাহা আমি তোমার পূর্বের অতীত রসুলগণের (জাতি সমূহের) সহিত করিয়াছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোন ব্যতিক্রম দেখিবে না।"—অনুবাদক)

অতঃপর হুজুর বলেন:

কোরআন করীমের যে আয়াতগুলি আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাদের প্রথম আয়াতে এই আজীমুশশান এলান করা হইয়াছে যে, হাশরের দিন যখন খোদাতায়ালা দ্বিতীয় জীবন দান করিবেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ইমামের নামে উঠানো হইবে। তাহার ইমামের নামের সহিত তাহাকে ডাকা হইবে। অর্থাৎ সে যাহাকে সত্য ইমাম মনে করে, যাহার পিছনে সে তাহার জীবনের ক্রিয়া-কর্ম ও সুখ-শান্তি নিয়োজিত করিয়াছে, যাহার পিছনে তাহার কর্মসূচী সম্পন্ন করিয়াছে এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাতে কদম রাখিয়াছে, তাহার সংগে কেয়ামতের দিন তাহার হাশর হইবে। যদি সে হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নিজের ইমাম বানাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সংগেই তাহার হাশর হইবে এবং দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাকে তাহার এই পবিত্র ইমাম হইতে আলাদা করিতে পারিবে না। যদি সে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুশমনদের পদ্ধতি ও পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং কর্ম জীবনে তাহাদিগকে নিজ ইমাম বানাইয়া থাকে, তাহা হইলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাহাদের ইমামতি হইতে বাহির করিয়া তাহাকে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইমামতিতে হাশরের তৌফিক দান করিতে পারিবে না।

ইহা এইরূপ একটি এলান যাহাতে কোন পরিবর্তন হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ইমামের পিছনে অর্থাৎ ঐ আসল ইমামের পিছনে যাহার সহিত সে নিজের জীবনের সকল কামনা-বাসনা ও সকল আকাঙ্খা সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছে এবং যাহার সমস্ত আমলও এই সকল আশা-আকাংখার স্বীকৃতি দান করে, তাহার সহিত সে হাশরের দিন উঠিবে।

অতএব যাহাদের তকদীরের ফয়সালা তাহাদের ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহারা ঐ কেতাব পড়িবে এবং তাহাদের প্রতি এক বিন্দুও জুলুম করা হইবে না।

يَمِين (ইয়ামীন) এর অর্থ ঐ নেতা যিনি প্রকৃত ধর্মীয় নেতা। কেননা কোরআনের ভাষার রূপক অনুযায়ী شِمَال (বাম) ও يَمِين (ডান) এর বিভাগ ধর্ম জগত ও অধর্ম জগতের বিভাগকে বুঝায়। অতএব অর্থ এই যে, যদি সে ধর্মীয় নেতাকে নিজের অনুসৃত নেতা হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এইরূপ নেতাকে গ্রহণ করিয়া থাকে যাঁহাকে খোদা মনোনীত করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্ট সমুজ্জল হইবে এবং তাহার ডান হাতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক হইতে খোদার সন্তুষ্টির রংগে তাহাকে ঐ কেতাব দেওয়া হইবে যাহা তাহার তকদীরের কেতাব এবং যাহার মধ্যে তাহার ভাগ্যের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকিবে। কেননা সে তাঁহাকে ইমাম বানাইয়াছে, যিনি খোদার

ডান হাতে রহিয়াছেন। "মান কানা ফি হাযেহি আ'মা ফাহুয়া ফিল আখেরাতি আ'মা"—যাহারা এই পৃথিবীতে অন্ধ তাহারা কেয়ামতের দিনও অন্ধ হইয়া উঠিবে, "ওয়া আযাল্লু সবীলা"—বরং ইহার চাইতেও অধিক খারাপ অবস্থায় তাহাদিগকে উঠানো হইবে। বাহ্যতঃ প্রথম বিষয়বস্তু ও দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু 'আহলে শিমালদের (অধার্মিকদের) কথা প্রথম আয়াতে নাই। অন্ধ শব্দ দ্বারা এই কথাটাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে। ডান হাত-ওয়ালাদের কথা রহিয়াছে। বাম হাত ওয়ালাদের কথা নাই ও অন্ধ হিসাবে এখন তাহাদের উল্লেখ করা হইতেছে এবং এই সম্পর্কটি "উলাইকা ইয়াকরাউনা কিতাবাহুম" হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি আছে তাহারাই তকদীরের লেখা পড়িতে পারে এবং যাহাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি নাই তাহারা কিছুই পড়িতে পারে না।

অতএব বলা হইয়াছে যে যাহাদের ডান হাতে কেতাব দেওয়া হইবে তাহাদের অদৃষ্টের লেখা তাহারা পড়িবে। কেননা তাহারা দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিল। তাহারা ইহজগতেও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিল এবং পরজগতেও তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন রূপে উঠানো হইবে। যাহারা ইহজগতে তকদীরের লেখা পড়িতে জানিত, পরজগতেও তাহারা তকদীরের লেখা পড়িতে পারিবে। যাহারা ইহজগতে অন্ধ ছিল এবং খোদার তকদীরের চিহ্ন দিগন্তে উদ্ভাসিত দেখিয়াও বুঝিতে পারে নাই, যাহাদের চক্ষু খোদাতায়ালার তকদীর এবং তাঁহার সুন্নতের প্রতি উদাসীন ছিল তাহাদিগকে পরজগতেও অন্ধরূপে উঠানো হইবে। বরং তাহাদের অবস্থা ইহার চাইতেও অধিক খারাপ হইবে। ধর্মের বিরুদ্ধবাদী জাতিগুলির তকদীর সম্বন্ধে ইহার চাইতে উত্তম বর্ণনা হইতে পারে না যে, তাহারা অন্ধ হইয়া যায়। কয়েক প্রকারের অন্ধকারে তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সর্ব প্রথম কথা এই যে, তাহারা নবুয়তের আলো চিনিতে পারে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে খোদার তরফ হইতে আগত ব্যক্তি কি রংগে রংগীন হইয়া আসেন এবং খোদা হইতে যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে তাহাদের চেহারা কিরূপ হয়—এই কথা তাহারা বুঝিতে পারে না। ধর্মীয় (ভণ্ড) নেতারা ধর্মের নামে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অশ্লীল শিক্ষা দিয়া থাকে ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা (ধর্মীয় ভণ্ড নেতারা) খোদার বান্দাদিগকে জ্বালাইতে, পোড়াইতে, লুট করিতে ও মারিতে উস্কানী দেয় এবং তাহারা বুঝিতে পারে না যে এই পয়গম্বর খোদার পয়গম্বর হইতে পারে, আলো দ্বারা তাহাদের অন্ধকার কাটিতে পারে না। এই মৌলিক কথাটা বুঝার মত ক্ষমতাও তাদের থাকে না।

যেহেতু তাহারা দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়ে, অতএব তাহারা কেবলমাত্র অধ্যাত্মিক দৃষ্টি-শক্তিহীনই হয় না, বরং তাহারা পার্থিব ব্যাপারেও দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। নিজেদের জীবনের প্রোগ্রাম তৈয়ার করিয়া এবং আলোর সাহায্যে উহা দেখিয়া একটি পরিকল্পনা

অনুযায়ী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতাও তাহাদের থাকে না। তাহারা এই তৌফিক লাভ করে না যে, তাহারা ঐ ভাবে চলিবে যেভাবে আলোর দর্শনকারী দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখে। তাহারা যে রাস্তা বন্ধ দেখে প্রথম হইতেই তাহারা ঐ রাস্তা পরিহার করিয়া চলে। যে রাস্তায় তাহারা গর্ত দেখে বা যে রাস্তায় শেষঅবধি বিপদ দেখে, প্রথমেই উহা হইতে সরিয়া তাহারা একটি নুতন রাস্তা ধরিয়া চলে। কিন্তু বেচারা অন্ধের অবস্থা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন প্রাচীরের সহিত ধাক্কা খায় বা কোন গর্তে পড়িয়া না যায়, সে বেচারা বুঝিতেই পারে না যে সে কোন্ পথে চলিতেছে এবং কোন কোন সময় রাস্তার একেবারে কিনারায় গিয়া বুঝিতে পারে। কোন কোন সময় কিনারায় গিয়াও সে বুঝিতে পারে না। যখন বিপদ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে ভুল পথে চলিয়াছিল।

প্রত্যেক যুগে খোদার মামুরদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা অবিকল ইহাই হইয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে আপনারা একটি ব্যতিক্রমও দেখিবেন না। নবীগণের সুন্নত যেরূপ নিশ্চিত ও অমোঘ, তদ্রূপ নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের সুন্নতও শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত ও অমোঘ এবং ইহার মধ্যে আপনারা কখনো কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন না। তাহারা একই ধরনের দাবী করিয়া থাকে এবং একই ধরনের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাকে। উহার পূর্বের লোকেরাও ঐ একই ধরনের বিরুদ্ধাচারণের পথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তবুও ঐ একই চালাকির পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা করা হইয়া থাকে এবং ইহা এই আশায় করা হইয়া থাকে যে, সম্ভবতঃ এইবার তাহারা কামিয়াব হইয়া যাইবে। অতএব ইহারা অন্ধ, যাহারা না অতীতকে দেখে, না ভবিষ্যতকে দেখিতে পায়। অন্ধতো না সম্মুখে দেখিতে পায়, না পশ্চাতে দেখিতে পায়। অতএব নবীগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহের অবস্থা অবিকল ইহাই হইয়া থাকে। তাহারা না ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ তাহারা অতীতের দিকে মুখ ঘুরাইয়া দেখিতে পায় না এবং তাহারা এইরূপ পরিকল্পনাও প্রণয়ন করিতে পারে না, যাহা তাহাদের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারে। তাহাদের সম্মুখের কদমও ধ্বংসের কদম এবং তাহাদের পিছনের কদমও ধ্বংসের কদম। তাহারা জ্ঞান-গরিমা হইতে বঞ্চিত।

বর্তমান যুগে আমরা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের এই অবস্থাই দেখিয়াছি। যাহা কিছু সন্দেহ পূর্বে বাকী ছিল বর্তমান আন্দোলন (বর্তমানে পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে অধ্যাদেশের মাধ্যমে যে আন্দোলন চালানো হইয়াছে) সম্পূর্ণরূপে উহার অবসান করিয়া দিয়াছে। ধর্মের ইতিহাসে নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের এমন কোন রং আপনারা দেখিবেন না, যাহা ইহারা (পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধবাদীরা) নিজেদের দেহে মাখে নাই। জুলুমের এমন কোন চিহ্ন নাই, জুলুম অত্যাচারে এমন কোন রক্তাক্ত নিশান নাই, যাহা ইহারা আহমদীয়া জামাতের উপর লাগানোর

চেষ্টা করে নাই। অতি সম্প্রতি কলেমা নিশ্চিহ্ন করার একটি আন্দোলন চালানো হইয়াছে। ইহা আজকাল বড়ই জোরে শোরে চালানো হইয়াছে এবং এই দাবী করা হইতেছে যে, যদি সরকার কলেমা নিশ্চিহ্ন না করে তাহা হইলে আমরা নিশ্চিহ্ন করিব। অবশ্য সরকার তাহাদের চাইতেও অধিক অগ্রসর হইয়া কলেমা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এত অন্ধ যে তাহারা এই কথা বুঝিতেই পারে নাই, কলেমার প্রতি মুসলমানদের এত ভালবাসা রহিয়াছে যে জাহেল হইতে জাহেল মানুষের হৃদয়েও কলেমার প্রতি ভালবাসা অংকিত আছে। যদি সে অবাধ্য ও পাপাচারীও হয়, যদি সে ঘুষ নেয় এবং ঘুষ দেয়ও, যদি সে জুলুমের দ্বারা ধন-সম্পদ লুণ্ঠনকারীও হয়, যদি সে ইবাদতের ধার দিয়াও না যায়, যদি সে সারাদিন জিকরে ইলাহীর পরিবর্তে অশ্লীল গালাগালীও করে, কিন্তু যদি তাহারা মুসলমান হয়, তাহা হইলে কলেমার প্রতি তাহার ভালবাসা থাকিবে। সে শিয়াই হোক বা সুন্নীই হোক বা খারেজীই হোক, তাহার নাম যাহা কিছু রাখা হোক, কলেমা এইরূপ একটি মৌলিক সত্য যাহাকে প্রত্যেক মুসলমান স্বাভাবিক ও সহজভাবে ভালবাসে।

বস্তুতঃ ইহার এই ফলই প্রকাশিত হইয়াছে তাহারা ইহাদের মধ্যে বসবাস করিয়াও নিজেদের জাতির নাড়ী বুঝিতে পারে নাই এবং ফলে এই হইয়াছে যে তাহারা একটি ভুল ফয়সালা করিয়া বসিয়াছে এবং কলেমা নিশ্চিহ্ন করার যে আন্দোলন করা হইতেছে, এই আলেমদের বিরুদ্ধে উহার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতেছে। চিনিউট আমাদের বিরুদ্ধাচরণের একটি কেন্দ্রবিন্দু। তথাকার জনগণ সদাসর্বদা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছে। তাহারা এই ব্যাপারে গর্ব বোধ করে যে এই শহর একটি কঠোর বিরুদ্ধবাদী শহর। বস্তুতঃ তাজা খবর অনুযায়ী মৌলভীদের কলেমা নিশ্চিহ্ন করার আন্দোলনের বিরুদ্ধে চিনিউটের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাপারে আলেমেরা চিনিউটে আলাপ আলোচনা করিয়াছে যে, "পরিকল্পনায় আমাদের ভুল হইয়াছে। ভুল এই হইয়াছে যে, আমরা পূর্বে লোকদিগকে কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য উত্তমরূপে তালীম দেই নাই। পূর্বেই এই আন্দোলন করা উচিত ছিল যে কলেমা মুছিয়া ফেলার মধ্যে কোন অপরাধ নাই। মুসলমানদের মধ্যে কলেমার জন্য যে সম্মানবোধ রহিয়াছে, প্রথমে উহাকে মুছিয়া ফেলা উচিত ছিল। তাহা হইলে এই আন্দোলন খুবই ফলপ্রসূ হইত।" এখন ইহাদিগকে বদ্ধ জাহেল ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? অর্থাৎ আহ্‌মদীদের নিকট হইতে কলেমা ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয় হইতে কলেমার জন্য সম্মানবোধকে বিনাশ করিতে হইবে। ইহার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার চাইতে ভয়ংকর ধ্বংস আর কি হইতে পারে? ইহার চাইতে মারাত্মক আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা আর কি হইতে পারে? আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ না হইলে এত ছোট কথাটিও কি কোন মানুষ বুঝিতে পারে না? ইহা কিরূপে হইতে পারে? যাহাহউক তাহারা কেবল এই কাজ করার জন্য প্রস্তুতই নয়, বরং এইরূপ যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করাইতেছে, যাহার দরুন তাহারা

বিশ্বাস করে যে অবশেষে মুসলমানদের হৃদয় হইতে কলেমার ভালবাসা উঠিয়া যাইবে এবং কলেমার প্রতি যে সামান্য সম্মানবোধ এখনও তাহাদের হৃদয়ে বাকী আছে এবং লজ্জা-শরমের যে পর্দা তাহাদের মধ্যে এখনও আছে, উহাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

তাহাদের আলেমদের মধ্যে একজন আলেম, যে বাহ্যতঃ তাহাদের মধ্যে সব চাইতে অধিক লেখাপড়া জানা লোক এবং যাহাকে পি, এইচ, ডিও বলা হয়, সে একটি 'আযিমুশ-শান' বক্তৃতা করিয়াছে। সে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহার দরুন তাহার ধারণা হইয়াছে যে, সকল মুসলমান এখন কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া যাইবে। সে এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে যে, তাহার বর্ণনা অনুযায়ী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কলেমা মুছিয়াছিলেন। অতএব কলেমা মুছিয়া ফেলা রসুলুল্লাহর সুন্নত। যেহেতু ঐ কলেমা অজায়গায় ও অপাত্রে ছিল, অতএব রসুলুল্লাহর সুন্নত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অপাত্রে ও অজায়গায় কলেমা দেখিলে উহা মুছিয়া ফেল। হযরত মসীহ মওউদ আলাহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, ان لوگوں کے دل پر سو سو حجاب এই একটি কথার মধ্যেই শতটি পর্দা রহিয়াছে। তাহা হইলেই এই জাতীয় কথা বলা যায়। ইহারা জাহেল এবং বদ্ধ জাহেল। ইহাদের চোখে একটি অন্ধকারের পর্দাই পড়ে নাই। বরং পর্দার পর পর্দা পড়িয়াছে। সর্বপ্রথম কথা এই যে, সেখানেতো কলেমা মুছিয়া ফেলার বা কলেমা রাখার কোন প্রশ্নই ছিল না। ইসলামের ইতিহাসকে উলট-পালট করিয়া উহার চেহারা বিকৃত করিয়া দিতেও ইহারা পিছপা হইতেছে না।

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ও সকলের জানা ঘটনা। শিশুরাও ইহা জানে। কিন্তু তাহাদের আলেমরা জানে না যে ইহা কি ছিল। ব্যাপারটাতো এই ছিল যে হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত কাফেরদের সন্ধি হইতেছিল। এই কথা দলিল-প্রমাণ দ্বারা সত্য যে, এই সন্ধি ছিল মক্কার কোরাইশ এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ)মধ্যে। কলেমারতো কোন প্রশ্ন ছিল না। এই সন্ধির ব্যাপারে মক্কার কাফেরদের যে প্রতিনিধি আসিয়াছিল সে বলিল যে, "দেখ, যদি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহকে আমরা স্বীকার করি যে মোহাম্মদ এর পদমর্য্যাদা রসুলুল্লাহর পদমর্য্যাদা, তাহা হইলে আমরা এত পাগলতো নই যে, তোমাদিগকে হজ্ব করিতে বাধা দিব, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব এবং তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের এইরূপ ঝড় উঠাইয়া দিব। অতএব কমপক্ষে কিছুটা বুদ্ধিমত্তার অধিকারতো আমাদিগকে দাও। আমরা এইজন্য বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি যে, এই ব্যক্তি রসুলুল্লাহ নয়। অতএব উভয় পক্ষের কথা সম-পর্যায়ে চলিতে হইবে। মোহাম্মদের পদমর্য্যাদায় তাঁহার সংগে সন্ধি করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। রসুলুল্লাহর পদ মর্য্যাদায় যদি আমরা সন্ধি করি তাহা হইলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করিব এবং নিজেদের কাজ দ্বারাই তাহা প্রমাণ করিয়া দিব। কেননা সন্ধিপত্রে

আমাদের দস্তখত থাকিবে এবং আমাদের কাজ দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিবে যে তাহাকে আল্লাহর রসুল জানিয়াও আমরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। ইহা একটি অত্যন্ত যুক্তি সংগত কথা ছিল। তাহাদের দৃষ্টি-কোণ হইতে তাহারা ইহাকে বড় উত্তম মনে করিয়াছিল।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইজন্য "রসুলুল্লাহ" শব্দটি কাটিয়া দেওয়ার অনুমতি দান করিয়াছিলেন যে, ইহা তাঁহার একতরফা ব্যাপার ছিল না। দুশমনদিগকেও দস্তখত করিতে হইবে এবং দুশমনদিগকে ঈমান আনার ব্যাপারে বাধ্য করা যায় না। ইহা لا اكراه في الدين এর একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা যে, ধর্মে সামান্যতম জবরদস্তিও নাই। যখন অন্যদের সহিত সন্ধি করা হয় তখন কোন লেখার উপর দস্তখত করার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা যায় না। কেননা সন্ধিপত্রেতো উভয় পক্ষের দস্তখত থাকিতে হয়। অতএব সেখানেও তোমাদের ধর্ম বিশ্বাস বলপূর্বক তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার কোন অধিকার তোমাদের নাই। এতই আজীমুশশান আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ, যাহা সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করার ক্ষমতা রাখে। এই সকল অন্ধদের জন্য উহাও অন্ধকারাচ্ছন্নই প্রমাণিত হইতেছে এবং এই অর্থ করা হইতেছে যে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, কলেমা মুছিয়া ফেলা রসুলুল্লাহর সুন্নত। শুধু ইহাই নহে। যদি কলেমার ব্যাপারও হইত তবুও এই ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না, যে ব্যাখ্যা ইহারা দিতেছে। তাহা হইলেতো দুইটি দল এই হইবে যে, একটি দল ছিল যাহারা বলিত যে নিশ্চয়ই কলেমা মুছিতে হইবে এবং উহা মোশরেকদের দল ছিল। তাহারা কলেমা অস্বীকারকারী দল ছিল। অন্যদল ছিল তাহারা, যাহারা কলেমা স্বীকার করিত এবং যাহাদিগকে কলেমা মুছিয়া ফেলার জন্য বলা হইতেছিল।

যদি কলেমা মুছিয়া ফেলার প্রশ্নই ছিল, তাহা হইলে এই কথাই দাঁড়াইবে যে, আমরা (পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধাচরণকারীরা) মোশরেক। অর্থাৎ দাবীকারকরা এই এলান করুক যে "হে আহমদীরা! আমরা মোশরেক। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই অভিন্ন মতাদর্শ বিদ্যমানই নাই। তোমরা এই কলেমা স্বীকার কর। আমরা স্বীকার করি না। যেহেতু ইহা আমাদের দেশের আইন, অতএব বাধ্য হইয়া তোমাদিগকে নতি স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমাদের রসুলের সুন্নত অনুযায়ী কলেমা মোছার জন্য রাজী হইয়া যাও।" তাহা হইলে এই কথাই তাহাদের বলা উচিত। কলেমা মুছিয়া ফেলার অধিকার তাহারা কিরূপে লাভ করিল? আমরাতো কলেমার বিরুদ্ধাচরন করিতেছি না। আমি পূর্বে যেমন বর্ণনা করিয়াছি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যদি মুছিয়াও থাকেন, তবুও উহা কলেমার প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু দুশমনদের জিদাজিদির দরুন তিনি "رسول الله" শব্দ মুছিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিল যে, "সন্ধিপত্রে আমরা এই কথার উপর দস্তখত করিতে পারি না। কেননা এইরূপ করিলে আপনাকে

রসুলুল্লাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে আমরা বাধ্য হইয়া যাইব।" তিনি বলিলেন, "ঠিক আছে। স্বীকার করিও না। ইহা তোমাদের অধিকার।" যদি পাকিস্তানের ক্ষেত্রে উক্ত পরিস্থিতি প্রযোজ্য হইবে বলিয়া ইহারা মনে করে, তাহা হইলে তো ইহারা মক্কার কাফের-রদের প্রতিনিধিতে পরিণত হইতেছে এবং আমাদিগকে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত বাঁধিয়া দিতেছে ও যাহার নিকট হইতে ইহারা আমাদিগকে কাটিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহার সহিত চিরকালের জন্য আমাদিগকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিতেছে।

ইহারা এই দৃষ্টান্ত দিতেছে যে, "দেখ, যখন দুশমন কলেমা লেখা পছন্দ করে না, তখন মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) সুন্নত এই যে তিনি দুশমনদের চাপে নতি স্বীকার করেন। অতএব তোমরাও আমাদের চাপে নতি স্বীকার কর।" ইহারা নিজদিগকে ঐ নেতাদের অনুসারী করিয়া দিয়াছে যাহাদিগকে মক্কার কাফের বলা হইত এবং আমাদিগকে পৃথিবীর সব চাইতে অধিক পবিত্র রসুলের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী অনুযায়ী تلك قسمة ضيزى ইহারা বড় আহম্মকীপূর্ণ বিভাগ করিয়াছে। ضل سعيها এই ঘটনার দ্বারা সীমাতিরিক্ত গোমরাহীর Level ইহাদের উপর লাগিয়া যায়। বস্তুত ধর্মের ইতিহাসে এই ঘটনা প্রথম বারের মত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মতবিরোধের দরুন সর্বদা চাপ সৃষ্টি করিয়া কোন কোন জিনিস নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং নকসা নিশ্চিহ্ন করা হয়। কারণ এই নকসা কোন কোন ব্যক্তি পছন্দ করেন খোদার বিরুদ্ধাচরণকারীরা খোদার মানাকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে যে, তোমরা যে বল খোদা এক, এই কথা আমরা পছন্দ করি না। অতএব এই কথা বলা বন্ধ কর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনা নাই যে, কোন জাতি নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের উপরই আক্রমণ করিতে শুরু করিয়াছে এবং এই কথা বলিয়া দুশমনদিগকে চাপ দিয়াছে যে তোমরা কেন আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে স্বীকার করিতেছ। অতএব ইহা নিশ্চিহ্ন কর। ইহা তো এইরূপ ব্যাপার, যেমন যদি বলা হয় যে যেহেতু ইহা (ধর্মবিশ্বাস) আমাদের হৃদয়েই নাই, অতএব ইহা অনুসরণ করার তোমাদের কি অধিকার রহিয়াছে? ইহাতে আমাদের ক্রোধের সঞ্চার হয়।

ইহা এইরূপ ব্যাপার, যেমন কোন এক ব্যক্তি কাহাকেও বলপূর্বক কলেমা পড়ানোর চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে ঐ বেচারা বলিল, আচ্ছা ভাই, আমাকে হত্যা করিও না। আমাকে কলেমা পড়াইয়া দাও।" তখন সে বলিল, 'শোকর কর। তুমি বাঁচিয়া গেলে। আমিও কলেমা জানি না।" এই ব্যাপারটাই এখন ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়া যায়। ইহারা বলে, "তোমরা আহমদীরা অদ্ভুত ধরনের নির্বোধ লোক। তোমরা আমাদের কলেমা পড়িতেছ, যখন আমরা নিজেরাই ঐ কলেমা পড়ি না, তোমরা আমাদের কলেমা লেখ

যখন আমাদের হৃদয়ই কলেমাশূন্য। তোমরা কলেমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিতেছ, যখন আমাদের হৃদয় কলেমার জন্য সেইরূপে ভালবাসাহীন হইয়া পড়িয়াছে যেইরূপে পাখী নিজ বাসা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এইজন্য তোমাদের উপর আমাদের রাগ হইতেছে। তোমরা এই কলেমা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেল। আমরা সহ্য করিতে পারি না।" এই ঘটনা ধর্মের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কখনো ঘটে নাই যে, মতানৈক্যের দরুন বলপ্রয়োগ করা হয় নাই এবং মতৈক্যের দরুন বল প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাকেই বলা হয় অন্ধত্ব। কোন এক ব্যক্তি ঠিকই বলিয়াছে যে, اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی (অন্ধ অন্ধকারে বসিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াছে)।

অতএব ইহাই হইল কোরআন করীমের উদ্দেশ্য যে, আলোর অধিকারী ডান হাতওয়ালাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া আলাদা করিয়া দিয়াছে। অতঃপর বলা হইয়াছে, ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى যাহারা এই পৃথিবীতে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূর (জ্যোতি) চিনিতে পারে নাই এবং দেখিতে পারে নাই, যাহাদের চোখে শত শত পর্দা পড়িয়া গিয়াছে, যাহারা নবীর সুন্নত বুঝিতে পারে নাই যে নবীর সুন্নত কি এবং কাফেরদের সুন্নত কাহাকে বলে? তাহারা এই ধারণা হৃদয় হইতে দূর করিয়া ফেলুক যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইমামতিতে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন উঠানো হইবে। তাহাদিগকে ঐ সকল নেতাদের ইমামতিতে উঠানো হইবে, যে সকল নেতাদিগকে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এবং যাহারা প্রকৃতপক্ষে সর্বদা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে।

وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك
لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ○

যেমন কিনা আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, এমন একটি ব্যাপারও নাই যাহা ইহার পূর্বে ইসলামের দুশমনেরা করিয়াছে এবং বর্তমানে ইহারা (পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা) তাহা এখতেয়ার করে নাই। বস্তুতঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কখনো ফেতনার মধ্যে ফেলা হইত, বিপদের মধ্যে ফেলা হইত, দুঃখ দেওয়া হইত যে তুমি নিজের কথা ও মতবাদ হইতে কিছুটা সরিয়া যাও এবং কখনো তাঁহাকে লোভ দেখানো হইত। পাকিস্তানে আজ দুশমনেরা হুবহু এই সকল জিনিসই আহমদীদের ব্যাপারে এখতেয়ার করিতেছে।

ليفتنونك এর মধ্যে যে ফেতনার কথা বলা হইয়াছে, কোরআনী বাকধারা অনুযায়ী আপনারা এক জায়গায় নয়, বরং বহু জায়গায় এই শব্দটিকে এই অর্থে পড়িবেন যে, যখন দুশমন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, তখন কোরআন করীম উহাকে ফেৎনা বলে। কোরআন করীমের (উক্ত বাকধারার) আলোকে যাহারা আগুন লাগায়, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, ঘর-বাড়ী জ্বালায় এবং যাহাদের দুশমনীর কারণ এই যে ঐ সকল

লোক খোদা কর্তৃক প্রেরিত একজন মহাপুরুষের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কোরআন করীম বলে, যদি ইহারা ফেতনা হইতে বিরত না হয় এবং যদি ইহারা এই সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে, তাহা হইলে আমিও ইহাদিগকে পাকড়াও করিব এবং আমিও পাকড়াও এর ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি করিব। ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق এতএব فتنوا المؤمنين والمؤمنت এর যে নকসা অংকন করা হইয়াছে, উহার পূর্ববর্তী আয়াতে উহার ব্যাখ্যা মওজুদ রহিয়াছে যে, ঐ সমস্ত লোক যাহারা মোমেনদিগকে ফেতনার মধ্যে নিপতিত করে এবং আগুন জ্বালাইয়া ও জুলুম করিয়া এবং অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা করে যাহাতে মোমেনরা নিজেদের ধর্ম পালটাইয়া দেয়, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে অনিবার্য্যরূপে কঠোর শাস্তি দান করিবেন। সুতরাং এখানেও ফেতনা এই অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। অন্যথা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফেতনায় কে ফেলিতে পারিত? খোদার রসুল কিভাবে ফেতনায় পড়িতে পারেন? এই কথার ইহা ছাড়া আর কোন অর্থ নাই যে, তোমার উপর ধর্মীয় নির্য্যাতন চালানো হইবে, ধর্মের কারণে তোমার উপর জুলুম করা হইবে এবং তোমার উপর অত্যাচার করা হইবে। وان كادوا ليفتنونك যদি তাহাদের শক্তিতে কুলায় এবং যতখানি তাহাদের শক্তিতে কুলায় তাহারা তোমাকে জুলুম-অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিবে, বরং শীঘ্রই পরিণত করিয়া ছাড়িবে। وان كادوا এর এ অর্থই হয় যে শীঘ্রই এই ঘটনা ঘটিবে। ليفتنونك তোমাকে নিশ্চয়ই ফেতনায় ফেলিবে।

ইহার কারণ হইতেছে عن الذى اوحينا অর্থাৎ তাহাদের উদ্দেশ্য এই হইবে যে, "আল্লাহতায়ালা তোমার নিকট যে ওহী নাযেল করেন, উহা হইতে তুমি সামান্য সরিয়া আস এবং আমাদের এই সামান্য কথা তুমি মানিয়া নাও। অন্যথা আমরা তোমাকে মারিব। অন্যথা আমরা তোমার উপর জুলুম করিব। অন্যথা আমরা তোমাকে অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিব। ঠিক আছে, খোদা তোমাকে এই কথা বলে। কিন্তু তুমি আমাদের খাতিরে এই সামান্য কথা মানিয়া লও। অন্যথা তোমার বিরুদ্ধে সর্ব প্রকারের বলপ্রয়োগ করিয়া আমরা আমাদের কার্য্য সিদ্ধ করিব। যদি তুমি বল প্রয়োগের পরেও আমাদের কথা না মান, তাহা হইলে আমরা বলিব, আচ্ছা, তুমি আমাদের কথা মানিয়াতো দেখ। আমরা তোমাকে আমাদের বুকে আলিংগন করিবে।" اذا لاتخذوك خليلا

"যদি তুমি তাহাদের কথা শুন, তাহা হইলে ইহারা তোমাকে নিশ্চয়ই বুকে আলিঙ্গন করিবে।"

আজকাল পাকিস্তানের কথা শুনিয়া বা পাকিস্তানের হালচাল দেখিয়া এইরূপ মনে হয় যে, খোদাতায়ালা উপরোক্ত খবর দান করিয়াছেন। ইহাই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, "ঠিক হইয়া যাও। খোদাতায়ালা তোমাদের জন্য যাহাকে ইমাম বানাইয়াছেন (অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁহার কলেমা ত্যাগ কর অথবা নিজেদের মতবাদ হইতে সামান্য কিছুটা সরিয়া যাও। যদি তোমরা না সর, আমরা তোমাদিগকে মারিব এবং যদি তোমরা তোমাদের মতবাদ হইতে সরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে বুকে আলিংগণ করিব। তোমাদিগকে আমাদের বন্ধু করিয়া লইব।" তাহাদের প্রতি আমাদের জওয়াব উহাই, যাহা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জওয়াব। হে খোদার মোকাবেলায় আমাদিগকে আলিংগনকারীরা! খোদার মোকাবেলায় আমরা এই সকল বুকে থুথুও নিক্ষেপ করি না। আমরা এই সকল বুকে অভিসম্পাত দেই, যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুশমনদের ভাবানুভূতি নিজেদের মধ্যে আগলাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়ের ধূলা আমাদের নিকট এই সকল বুকের চাইতে কোটি কোটি গুণ অধিক প্রিয়। যে ইমাম হইতে তোমরা আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাও, ঐ ইমামকে আমরা ছাড়িব না এবং ঐ ইমামকেও আমরা ছাড়িব না, যিনি তাঁহার গোলামীর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হইয়াছেন, যিনি তাঁহার পূরিপর্ণ মহব্বতের ফলশ্রুতিতে মনোনীত হইয়াছেন। যেইভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভালবাসেন, ইহার চাইতে অধিক সত্যের প্রেমিক (রসুল প্রেমিক) কখনো ইসলামে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তিনি তাঁহার প্রেমে নিজের সব কিছু বিসর্জন করিয়াছেন। আমরা না আমাদের কামেল ইমাম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ছাড়িব, না ঐ ইমাম মাহদীকে ছাড়িব, যাহাকে তাঁহার খাতিরে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাকে খোদাতায়ালা তাঁহার (রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) পয়গাম প্রচার করার জন্য মনোনীত করিয়াছেন, যাহাকে তাঁহার পায়ের ধূলা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভব যে, তোমাদের বুকে আলিংগন করার জন্য আমরা এই পবিত্র ব্যক্তিত্বগণের পায়ের ধূলা ত্যাগ করিব? ইহা তোমাদের ভুল ধারনা। ইহা তোমাদের অলিক কল্পনা।

তোমরা জান না যে, খোদার তকদীর পূর্বে তোমাদের মত লোকদের সংগে কিরূপে আচরণ করিয়াছে। তোমাদের অতীতও অন্ধকার। তোমাদের ভবিষ্যতও অন্ধকার। অতঃপর খোদাতায়ালা বলেন,

ولولا ان ثبتنك لقد كدت ان تركن اليهم شيئا قليلا

"হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আমি জানি তোমার উপর চাপ অত্যন্ত কঠোর, তোমার উপর সীমাহীন অত্যাচার করা হইতেছে। যদি তোমাকে আমি দৃঢ়চিত্ততা দান না করিতাম, তাহা হইলে এমতাবস্থায় দৃঢ়চিত্ত থাকা কোন একাকী মানুষের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম! যদি আমি তোমার গোলামদিগকে দৃঢ়চিত্ততা দান

না করিতাম, তাহা হইলে এমন হইতে পারিত যে তুমি নিজের মতবাদ হইতে কিছু না কিছু সরিয়া যাইতে। ইহা খোদার তকদীর। খোদার ফেরেশতারা চিত্তগুলিকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। اذا لاذقنك ضعف الحيوة و ضعف الممات—যদি খোদা তোমাকে দৃঢ় চিত্ততা দান না করিতেন এবং তুমি তোমার মতবাদ হইতে কিছুটা সরিয়া যাইতে এবং এমতাবস্থায় যদি তুমি তাহাদের আলিংগন করিতে বা নাই করিতে, খোদার অভিসম্পাত তোমার উপর নিশ্চয়ই নিপতিত হইত এবং এই পৃথিবীতে তুমি লাঞ্ছিত হইতে এবং পরকালেও লাঞ্ছিত হইতে এবং পৃথিবীতেও তোমার অদৃষ্টে দ্বিগুণ আযাব লিপিবদ্ধ হইত এবং পরকালেও তোমার অদৃষ্টে দ্বিগুণ আযাব লিপিবদ্ধ হইতো। ইহাই হইল আমাদের জন্য বিকল্প পথ। নগণ্য হইতে নগণ্যতর ঈমানের অধিকারী আহমদীও এই দুইটি বিকল্প পথ দেখার পর, যাহা খোদার কালামের মাধ্যমে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, এক মুহূর্তের জন্যও এই ফয়সালা করিতে পারে না যে, পার্থিব মানুষের বুকে আলিংগন করার জন্য তাহারা খোদার বুক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং খোদার অভিসম্পাতের পাত্র হইয়া যাইবে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, এমতাবস্থায় যখন দুশমন লোভ দেখাইয়াও এবং জুলুম নির্যাতন করিয়াও ধর্ম ত্যাগ করার জন্য চাপ দেয়, তখন খোদার নিকট হইতে দৃঢ়চিত্ততা চাহিয়া দোওয়া কর যে, "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাঁও ওয়া সাব্বিত" আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন"। (অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর ঃ— অনুবাদক)। কেননা সুদৃঢ় পদক্ষেপ কেবলমাত্র তোমাদের দোওয়া দ্বারা লাভ করা যাইবে না। এত কঠোর চাপের সময় কোন কোন সময় একজন মোমেনের পদক্ষেপও কিছু না কিছু টলিতে আরম্ভ করে। খোদা বলেন, এই জন্য আমার নিকট হইতে দৃঢ়তা চাও। উহাও আমিই তোমাদিগকে দান করিব। কেননা যদি তোমরা আমার নিকট হইতে দৃঢ়তা না চাও বা আমি তোমাদিগকে দৃঢ়তা দান না করি, তাহা হইলে তোমরা কি জান ইহার বিকল্প কি? অন্যেরা তোমাদিগকে বক্ষে আলিংগন করিতে পারে। কিন্তু এমতাবস্থায় আমি তোমাদের পার্থিব জীবনকেও ধ্বংস করিয়া দিব এবং তোমাদের পর কালকেও ধ্বংস করিয়া দিব। তোমরা কি ঐ সকল লোকের বক্ষে আলিংগন করিবে, যে সকল লোকের বক্ষকে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং যাহাদের অদৃষ্টে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই? অতঃপর তোমাদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকিবে? দুনিয়ার খাতিরে যাহারা আমাকে বিসর্জন করে তাহাদিগকে দুনিয়াও দান করা হয় না। ইহা হইল অপরিবর্তনীয় তকদীর, যাহা কুরআন করীম দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়া দিয়াছে।

অতএব, খোদাতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়া সালামকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছেন যে, বাদশাহ হউক বা অন্য কেহ হউক, যদি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য উঠে, তাহা হইলে তাহারা কাটা যাইবে। ইহা ঐ তকদীর যাহা পরিবর্তন হইতে পারেনা। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন, ان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها و اذا لا يلبثون خلافك الا قليلا —আমি জানি তোমরা ইহাদের কথা মানিয়া নিবে না। আমি জ্ঞাত আছি যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার গোলামদের আকারে কিরূপ বান্দাদিগকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই জাতির কর্মের সহিত আমি পরিচিত। ইহারা পশ্চাদপসরণ করার মত জাতি নয়। অতএব দুশমন কি করিবে? আল্লাহতায়ালা বলেন, যদি ان كادوا ليستفزونك من الارض তাহাদের শক্তিতে কুলায় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের পদক্ষেপ হিলাইয়া দিতে চাহিবে এবং তোমাদিগকে হাল্কা ও দুর্বল করিয়াদিতে চাহিবে, যাহাতে তোমাদের কদম দৃঢ় না থাকে। দৃঢ় পদক্ষেপের যে বিপরীত নক্‌সা রহিয়াছে, উহা ليستفزونك এর মধ্যে পেশ করা হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে দৃঢ় পদক্ষেপ দান করিতেছি। কিন্তু দুশমন চাহিবে যাহাতে তোমাদের পদক্ষেপ টলিয়া যায় এবং যাহাতে তোমাদের মহান লক্ষ্যের উপর তোমরা

ঈমান হারাও, যাহাতে তোমাদের ধর্মের উপর তোমাদের কামেল বিশ্বাস না থাকে এবং যাহাতে ধীরে ধীরে তোমরা সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হইতে আরম্ভ কর। এই সকল কথা চিন্তা করিলে কখনো কখনো মনে হইবে খোদা সত্যই কি আমাদের সংগে রহিয়াছেন? এই ধারণাও সৃষ্টি হইবে যে, ধর্মের যে ইতিহাস আমরা শুনিয়াছি উহা কি প্রকৃতই সত্য? এমন যেন না হয় যে, দুশমন দম্ভভরে তাহার অপকর্মে করিয়া বেড়াইয়া নির্বিঘ্নে চলিয়া যায় এবং আমরা হতমান ও লাঞ্ছিত হইয়া এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করি। এমতাবস্থায় অনেক প্রকারের ধারণা ও কল্পনা মানুষের হৃদয়ে খেলিয়া যাইতে পারে। অতএব আল্লাহতায়ালা বলেন, তাহারা ইহাই চায়, ليستفزونك যাহাতে তোমাদের পদক্ষেপ টলিয়া যায়। কেবলমাত্র ইহাই নহে। তাহারা ইহাও চায় তোমাদিগকে দেশ ছাড়া করিবে এবং ليخرجوك منها তোমাদিগকে তোমাদের জন্মভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে।

বর্ত্তমানে ঐ আওয়াজ, যাহা চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে মক্কায় মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুশমনেরা ধ্বনিত করিতেছিল যে, ঠিক হইয়া যাও এবং যদি আমাদের বক্ষে আলিংগন করিতে চাও, তাহা হইলে স্বীয় মতবাদ পরিত্যাগ কর, অন্যথা এই দেশ যাহা আমাদের দেশ উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাও, আজ হুবহু ঐ একই আওয়াজ পাকিস্তানে ধ্বনিত হইতেছে। উভয়ের মধ্যে এক বিন্দুও তফাৎ নাই। আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, যখন খোদাতায়ালা মানুষকে অন্ধ করিয়া দেন তখন সে কিছুই দেখিতে পায়না, সে কি বলিতেছে ও কোন্ ধারায় কথা বলিতেছে--নবীগণের আদর্শের অনুসরণে কথা বলিতেছে, না নবীগণের দুশমনদের সুন্নতের অনুসরণে কথা বলিতেছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ليخرجوك منها و اذا لا يلبثون خلفك الا قليلا —ইহারা কি ধারণা লইয়া বসিয়া রহিয়াছে? হে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! যদি ইহারা তোমাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করার ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতেছি যে তোমার পরে ইহারা নিজেরাও থাকিবে না। তোমার দরুণই ইহারা কায়েম রহিয়াছে। তোমার পরে ইহাদিগকেও ধরা-পৃষ্ঠে হইতে নিশ্চিহ্ন করা হইবে। যেই-স্থান হইতে তোমাকে বাহির করা হইবে, সেইস্থানে বাঁচিয়া থাকার যোগ্য থাকিবেনা। অথবা ইহারা অন্য অর্থ এই হইবে যে, لا يلبثون خلفك الا قليلا—ইহাদিগকে শীঘ্রই তওবা করিতে হইবে। ইহারা অল্প কিছু দিনই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, ইহার পরে বিরত হইয়া যাইবে এবং অতঃপর ইহারা বাঁচিয়া যাইবে। ইহার এই উভয় অর্থই করা যাইতে পারে। অতএব, এখন এই জাতির বাঁচার উপায় মাত্র এই রহিয়াছে যে, তাহারা তোমাকে স্বীকার করুক এবং তোমাকে তোমার মতবাদ হইতে সরাইয়া দেওয়ার পরিবর্তে তাহারা তোমার মতবাদ গ্রহণ করুক। তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে বাঁচাইয়া দিবেন ও তাহাদের জন্য নাজাতের (মুক্তির) উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন। অন্যথা জালেমদের জন্য তাহাদের স্বীয় জন্মভূমির জমি সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইবে। سنة من قد ارسلنا قبلك و لا تجد لسنتنا تحويلا—ইহা ঐ সুন্নত যাহা আমি তোমার পূর্বে নবীগণের জন্য জারী করিয়াছিলাম। অর্থাৎ খোদাতায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমি যে সকল কথা বলিতেছি, এইগুলি কোন নুতন কথা নয়। সদা সর্বদা এইরূপই হইয়া আসিয়াছে। নবীগণ এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে, যাহা তুমি অবলম্বন করিয়াছ।' উহা হইল ধৈর্য্য ও দোওয়ার মাধ্যমে দৃঢ়চিত্ততা চাওয়ার পন্থা। সদা সর্বদাই বিরুদ্ধ-বাদীরা এই ধমকই দিয়াছে এবং এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে! কখনো তাহারা বলিত, নিজের

মতবাদ হইতে সরিয়া যাও এবং আমাদের বক্ষে আলিংগন কর। কখনো তাহারা বলিত যে, আমরা জুলুম ও নির্য্যাতনের একশেষ করিয়া দিব। যখন এই দুইটি কথায় কোন ফলোদয় হইত না তখন তাহারা বলিত যে, আচ্ছা, এখন তোমাকে আমরা আমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিব। সেইখানে তোমার জন্য কোন আশ্রয় থাকিবে না। খোদা বলেন, পূর্বেও এইরূপ লোকদের উদ্ভব ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের মোকাবেলায় নবীগণের পক্ষে যে সুন্নত আমি জারী করিয়াছি, ঐ সুন্নতই এখনো জারী হইবে। ولا تجد لسنتنا تحويلا এবং তুমি কখনই আমার সুন্নতে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না। ইহাতে পূর্বেও কোন পরিবর্তন হয় নাই এবং আজও উহাতে কোন পরিবর্তন হইবে না এবং ভবিষ্যতেও উহাতে কোন পরিবর্তন হইবে না।

জামাতে আহমদীয়ার ভবিষ্যৎ কত উজ্জল—এই কথা এলাহী কালাম স্বয়ং আমাদের সামনে পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইতেছে। যে কালাম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুত-পবিত্র হৃদয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেই কালাম আমাদিগকে এই উজ্জল ভবিষ্যৎ এর কথা শুনাইতেছে। যে কালামের চাইতে অধিক পবিত্র কালাম ও অধিক নিশ্চিত ও একিনী কালাম কখনো কোন নবীর হৃদয়ে অবতীর্ণ করা হয় নাই, সেই কালাম আমাদিগকে অত্যুজ্জল ভবিষ্যতের এই সুসংবাদ দান করিতেছে। ইহা ঐ কালাম যাহার প্রথম দাবী এই :— لا ريب فيه অর্থাৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ও কোন প্রকারের ভুল ধারণার অবকাশ নাই। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইহাতো হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আমরা তো তাঁহার নগণ্য গোলাম। আমরাতো তাঁহার দ্বারের গোলামদেরও গোলামদের গোলাম। আমরা কিভাবে বিশ্বাস করিব যে, খোদার নিয়ম, যাহা নবীগণের সংগে জারী থাকে, উহা আমাদের সংগে জারী আছে। এই কামেল বিশ্বাস আমরা কিভাবে রাখিতে পারি যে, ঐ অপরিবর্তনীয় সুন্নত, যাহা আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবীগণের পক্ষে এবং তাঁহার গয়রতের জন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহা আজ আমাদের মত নগণ্য গোলামদের জন্যও ঠিক ঐভাবেই প্রদর্শন করিবেন? এই একটি প্রশ্ন বাকী থাকিয়া যায়।

ইহার উত্তর এই যে, এই আয়াতগুলির মধ্যে প্রথম যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছিলাম, উহার বিষয়বস্তুই এইখানে প্রযোজ্য হইয়াছে এবং উহার মধ্যেই এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে, يوم ندعو كل اناس بامامهم—আমি জাতিগুলির সহিত তাহাদের ইমাম অনুযায়ী আচরণ করিয়া থাকি। কেয়ামতের দিনও এই আচরণই করা হইবে এবং পৃথিবীতেও তোমাদের সহিত এই একই আচরণ করা হইবে, যাহা তোমাদের ইমামের সংগে খোদা করিয়া আসিতেছেন। তোমরা যদি বাঁচিয়া যাও, তবে মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) বরকতে বাঁচিয়া যাইবে। তোমরা যদি কৃতকার্য্য হও, তবে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ) বরকতে কৃতকার্য্য হইবে। তোমাদের চেহারা যদি উভয় জাহানে উজ্জল হইয়া যায়, তবে তোমাদের আকা ও মওলা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদ মোবারকের বরকতেই উজ্জ্বল হইবে। অতএব এই ইমামকে কখনো ছাড়িবে না। এই ইমামকে কখনো ছাড়িবে না। তাঁহার সহিত তোমাদের পার্থিব সাফল্যও বিজড়িত রহিয়াছে এবং তাঁহার সহিত তোমাদের পরকালের সাফল্যও বিজড়িত রহিয়াছে।

(সাপ্তাহিক 'বদর' ৪ঠা এপ্রিল '৮৫ইং)

অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রচারিত অপবাদ সমূহের খণ্ডন

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডন মসজিদে প্রদত্ত খোৎবা সমূহের সারসংক্ষেপ

ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অপবাদ খণ্ডন

(১)

(১লা ফেব্রুয়ারী '৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত)

وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا ه واعانه عليه قوم اخرون -
فقد جاءو ظلما وزورا ٥ ......انه كان غفورا رحيما ٥ (الفرقان : ৫—৭)

[অর্থ—"যারা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে তারা বলে যে ইহা (কুরআন) মিথ্যা বই কিছুই নয় যা সে (নিজে) রচনা করেছে এবং ইহার রচনায় অপর এক জাতি তার সাহায্য করেছে। সুতরাং (উক্ত অপবাদ আরোপকারী) এ সকল লোক বড়ই জুলুম করেছে এবং বিরাট মিথ্যা বলেছে। এবং তারা বলে যে, ইহা (কুরআন) তো পূর্ববর্তীদের কথা(-রই পুনরাবৃত্তি) যা সে অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে এবং এখন তা সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করে শোনানো হয় (যাতে সে কুরআন সুষ্ঠুভাবে রচনা করতে পারে)। তুমি বলে দাও যে, ইহা বস্তুত: সে (খোদা) অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর গোপন রহস্যাবলী সম্বন্ধে (সম্যক) জ্ঞাত; তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং বার বার রহমকারী।"]

(আল-ফুরকান, ৫—৭ আয়াত)

হুজুর বলেন, ইতিহাস অনেক সময় পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল, আজ সেগুলি আহমদীয়তের বিরুদ্ধেও উত্থাপন করা হচ্ছে। যেমন কিনা বলা হয় যে আহমদীয়া আন্দোলনের পশ্চাতে কোন বিদেশী শক্তির হাত আছে, অবিকল যেরূপে উপরে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ রয়েছে—واعانه عليه قوم اخرون (অন্য জাতি তাকে সাহায্য করেছে) ঠিক সেইরূপে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'শ্বেত-পত্রে' আহমদীয়া জামাতের উপরে এ ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যে, এ জামাতটি কিনা ইংরেজদের 'রোপনকৃত চারা গাছ'। বস্তুত: সত্যের সহিত এর দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। বরং এর প্রমাণ স্বরূপ যে একটি গ্রন্থের বরাত দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সে গ্রন্থটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে—আদতে ইহার লেশমাত্রও কোন প্রমাণ নেই। এ সব কিছুই ভিত্তিহীন এবং সংকল্পিত কাহিনী মাত্র।

ইংরেজদের প্রশংসা করার সম্বন্ধে উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে এরূপ প্রশংসা শুধু আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতাই করেন নাই বরং এরূপ প্রশংসায় সে যুগের সাধারণ সকল শ্রেণীর মুসলমান অধিকতর রূপে অংশীদার। বরং হিন্দুরা পর্যন্ত প্রশংসা করেছে। বস্তুতঃপক্ষে সত্য এই যে, (ইংরেজের আগমনের পূর্বে) শিখদের দুর্যোগপূর্ণ শাসনামলে মুসলমানদের উপর যে ধরণের জুলুম-অত্যাচার চালানো হচ্ছিল এবং মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা যেরূপে হরণ করা হচ্ছিল তা কারো কাছে গোপন নয়। আযান ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। শত আফসোস ও নিতান্ত আক্ষেপের ব্যাপার যে আজ একটি মুসলমান সরকার (অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তান সরকার) ঐ সকল দুঃখজনক ও অত্যাচারপূর্ণ ঐতিহ্য ও অপকীর্তিকেই পুনর্জীবিত করে তুলেছে। ঐ সকল অত্যাচারের কবল থেকে যে জাতিটি এসে মুসলমানদেরকে তখন উদ্ধার করেছিল তারা ছিল ইংরেজ। সেজন্য সুনীতি, ভদ্রতা ও শালীনতা এবং ন্যায়নীতির দাবী এই ছিল যে, এরূপ জাতির (ইংরেজ) প্রশংসা করা হতো এবং খোদাতায়ালার শুকুরিয়া আদায় করা হতো। বস্তুতঃ সেই সঙ্গে এ বাস্তব সত্যটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় যে সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা যে ইংরেজদের প্রশংসা করেছিলেন, তো ছিল শিখদের অকথ্য অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাওয়ার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ এবং এতদ্বারা কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করার কোনই উদ্দেশ্য ছিল না বরং তদ্রূপ করাটাই ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী জরুরী ছিল। সুতরাং এ সত্যটিই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বার বার ব্যক্তও করেছেন।

খোৎবা জারী রেখে হুজুর (আইঃ) বলেন যে, পাকিস্তান সরকারের 'শ্বেতপত্রে' আল্লামা কবি ইকবাল—যাঁকে ইংরেজ সরকার 'স্যার'-এর খেতাবেও ভূষিত করেছিল—তাঁকে খুব গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ আল্লামা ইকবাল হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইংরাজ সরকারের প্রশংসা কীর্তনে কখনও শ্রান্ত হতেন না। বরং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তিনি শোক-গীতিকাও রচনা করেছিলেন এবং এরূপ শোক-গীতিকা লিখায় তিনি সকলের মোকাবিলায় বাজীমাত করে দিয়েছিলেন। তিনি তো উহাতে সেই মাসটিকেও মোহাররমের মাস বলে আখ্যায়িত করেছিলেন যে মাসে রাণীর মৃত্যু ঘটেছিল। তারপর আবার রাণীর ছায়াকে 'খোদার ছায়া' মুসলমানদের মাথার উপর থেকে উঠে যাওয়া বলে ব্যক্ত করেছিলেন।

তেমনিভাবে সেকালের বহু নেতৃস্থানীয় উলামা ও মুসলিম চিন্তানায়কগণও ইংরাজদের উচ্ছো-সিত প্রশংসার গীতি গেয়েছিলেন, যেমন—মৌলানা নজীর আহমদ দেহলবী, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী, মৌলানা জাফর আলী খান তাদের অন্যতম। তেমনি আল্লামা হায়েরীর ন্যায় শিয়া আলেমরাও ছিলেন। মৌলানা মোহাম্মদ হুসেন বাটালভীকে ইংরাজ সরকার তাল্লুকও প্রদান করেছিলেন।

'খোদ-কাস্তা পোওদা' বা 'স্বরোপিত বৃক্ষ' শব্দগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ইহার প্রকৃত স্বরূপও শুধু এটুকুই যে কোন আলেম (যেমন কিনা মৌঃ মোহাম্মদ

হুসেন বাটালভী সম্পাদিত 'এশায়তুস-সুন্নাহ' পত্রিকা থেকে প্রকাশ পায়) এবং কতিপয় অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীগণ (যেমন কিনা 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' পত্রিকা থেকে সুস্পষ্ট) ইংরাজ সরকারকে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে এই বলে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করার প্রয়াস পেতো যে, এই ব্যক্তি (আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা) সুডানী মাহদী থেকেও ভয়ংকর ক্ষতিকর। এইরূপে বিভিন্নভাবে তারা ইংরাজ সরকারের মনে কুধারণা দেওয়ায় সচেষ্ট থাকতো। সুতরাং এইরূপ কুধারণা অপনোদনের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর নিজের পরিবারের সেবামূলক কাজ এবং সরকারের সহিত বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতার উল্লেখ অবশ্য করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে নিজের পরিবার সম্পর্কে ''খোদকাশ্‌তা পওদা' শব্দগুলির প্রয়োগ করেছেন কিন্তু জামাত সম্পর্কে তিনি কখনও ইশারা-ইঙ্গিতেও তা করেন নি।

এ পর্যায়ে এই বাস্তব সত্যটিও দৃষ্টিগোচর থাকা উচিত যে, তাঁর সেই পরিবার যাদের সম্বন্ধে এ শব্দগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে সে পরিবারটির ভারী সংখ্যাগরিষ্ঠ বরং প্রায় সকল সদস্যই গয়র আহমদী (সুন্নি) ছিলেন। বরং তাদের এক হিসেবে অভিযোগ ছিল যে, এ পরিবারটি নিজেদের ঐশ্বর্য্য এবং সরকারের সহিত ভাল সম্পর্ক থাকা সত্বেও কেন অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয়ে চলেছে। সুতরাং কেবলমাত্র আহমদীয়তের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচনামূলক কুধারণার অপনোদনের উদ্দেশ্যে এবং মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার প্রভাব দূরীকরণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পরিবারের কতকগুলি খেদমতের উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু ঐ সব প্রচেষ্টা ও খেদমত সত্বেও এই পরিবারের প্রতি ইংরেজ সরকারের আদৌ কোন ভাল ব্যবহার ছিল না, কখনও তা পরিলক্ষিত হয় নাই। ঐশ্বর্য সত্বেও এ পরিবারটি স্থায়ী বাসস্থান বঞ্চিত হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী গৃহহীনদের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় এবং শেষ অবধি পুনরায় কাদিয়ানে গিয়ে পুনর্বাসিত হয়। কিন্তু যে ৭০টি গ্রামের উপর তাদের মালিকানা সত্ব ছিল সেগুলি হস্তচ্যুত হয়ে সেগুলির মাত্র দু'চারটিই তাদের কাছে থেকে যায় এবং বৃটিশ ভারতের সহিত পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্তির সময়ে যে ৭০০ টাকা পেনশন ধার্য্য করা হয়েছিল তারও শেষ অবধি অবসান ঘটে যায়। .....

যখন কিনা এটা এক বাস্তব সত্য যে ঐ যুগে ভারতবর্ষে মুসলমানদের কোন কোন আন্দোলন এমনও ছিল যেগুলি প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল—সেগুলির মধ্যে একটি যেমন দেওবন্দী আন্দোলন, যাদের প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিস্থাপনও একজন ইংরেজ গভর্ণর করেছিল—এ সকল আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানকে ইংরেজরা তাদের হাতিয়ার বা ক্রীড়নক হিসেবে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করেছে। তেমনিভাবে আহলে-হাদিস ফেরকার সেই শাখাটি—যাকে অনেকে 'ওহাবিয়া' বলেও অভিহিত করে থাকেন—ইহাও ঐ শ্রেণীর কাতারেই গণ্য হয়েছে—কিন্তু এ সকল ঘটনা ও অবস্থা সত্বেও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটি ফেরকা হওয়ার দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে ইহা কখনও সমীচীন নয় যে, আমরা তাদেরকে ইংরেজদের 'খোদকাশতা পওদা' বলে অভিহিত করি। হুজুর বলেন যে, নাজাদের (আরবদেশ) মৌলানা আবদুল ওহাব যিনি অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে শেরকের বিরুদ্ধে

জেহাদ করেছেন তাঁর জন্য আমাদের অন্তরে বড়ই সমাদর সুলভ আবেগানুভূতি রয়েছে।

পরিশেষে হুজুর বলেন যে, আহমদীয়াতকে কোন আকারে-ইঙ্গিতেও ইংরেজ কিম্বা অন্য কোন পার্থিব শক্তির অনুগৃহীত বলে আখ্যাত করা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং নীচ ও ঘৃণ্য মন্তব্য বৈ আর কিছুই নয়। আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা স্থল হলেন একমাত্র খোদাতায়ালার সত্তা। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সহিত তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীতে বলেছেন যে, "আমি সেই বৃক্ষ যাকে সর্বশক্তিমান খোদা নিজ হস্তে রোপন করেছেন এবং সেই খোদা সদাসর্বদা আমার সঙ্গে আছেন, এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গ দান করবেন।" তেমনি তিনি আরও বলেছেন যে, "যদি তোমাদের সকল পুরুষ ও তোমাদের সকল স্ত্রীলোক, তোমাদের সকল আবাল-বৃদ্ধ, এককথায় তোমরা সকলে মিলিত হয়েও যদি আমার বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করতে থাকো—এমনকি বদ-দোওয়া করতে করতে তোমাদের নাসিকাও গলে যায়, তথাপি আমার খোদা তোমাদের কোন দোওয়া শ্রবণ করবেন না এবং তোমাদেরকে তোমাদের সকল বদ-এরাদায় অক্ষম ও বিফল মনোরথ করবেন।"

(২)

[৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :

বিগত খোৎবায় আমি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'শ্বেত-পত্র' থেকে একটি অভিযোগ ও অপবাদ পাঠ করে শুনিয়েছিলাম, যা নিম্নরূপ :

"আধুনিক গবেষকগণ সপ্রমাণ করেছেন যে আহমদীয়াত ইংরেজদের 'রোপণকৃত চারা-গাছ', যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বপন করা হয়েছিল।"

এর প্রথমাংশের উত্তর আমি বিগত খোৎবায় দিয়েছিলাম। ইংরেজদের স্বার্থাবলী সংরক্ষণের যতটুকু সম্পর্ক—সে বিষয়ে আজ আমি বন্ধুদের সামনে বক্তব্য রাখব।

সর্ব প্রথম কথা হলো এই যে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে এটাই ছিল ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্বার্থ, এবং এ স্বার্থ বা লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মকে বিস্তার দিতে চেয়েছিল। সুতরাং লর্ড লরেন্স, পাঞ্জাবের লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার ডোনাল্ড মেকলোড, স্টেট মিনিষ্টার স্যার চার্লস উড এবং প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামরষ্টোনের বিবৃতিসমূহ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত যে ইংল্যান্ডের স্বার্থ নিহিত ছিল ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার দানের মধ্যেই, যাতে এই ধারায় বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের জাল বিছিয়ে দিয়েছিল এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এত জোরে শোরে হতে লাগলো যে মুসলিম আলেমগণ, সাজ্জাদানশীল পীর মুরশিদগণ এবং সাধারণ মুসলমানও বিপুল সংখ্যায় খ্রীষ্টান হতে আরম্ভ করলো। মুসলমানদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীরা ইসলামধর্ম এবং ইসলামের পবিত্র প্রবর্তকের (সাঃ) বিরুদ্ধে এত বিষোদগারণকারী পুস্তকাবলী লিখতে শুরু করলো যে, হিন্দু পত্রিকা সমূহ পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হলো যে, এখন পুনরায় যদি ভারতবর্ষে বিদ্রোহের উদ্ভব ঘটে তা'হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত পাদ্রীদের ঐ সকল পুস্তকের কারণবশতই ঘটবে।

হুজুর বলেন, এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঘোষণা করলেন যে, খ্রীষ্টানদের কল্পিত ও কৃত্রিম খোদা হযরত ঈসা (আঃ)-এর (লা'নতমক্ত ও স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যু ঘটার মধ্যেই ইসলামের জীবন নিহিত। কেননা হযরত ঈসা (আঃ)-এর (অপকল্পিত জীবনের) মৃত্যু ঘটা ব্যতিরেকে ইসলাম জীবিত হতে পারে না। তিনি বলেন, আমার একটি মাত্র আকাঙ্খা, ক্রুশ যেন টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এবং খোদার কসম, আমি নিশ্চয় ক্রুশ ভঙ্গ করে ছাড়ব, যদিও এপথে আমার দেহকে খন্ড-বিখন্ড করে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এই আজিমুশ্বান সংকল্পের মোকাবিলায় মুসলমান আলেমদের ভূমিকা ছিল এই যে, অমৃত শহরে যখন (দু'জন খ্রীষ্টান পাদ্রী) ডিপুটি আবদুল্লাহ আথম এবং ডঃ হেনরী মার্টীন ক্লার্কের সহিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোবাহিসা (ধর্মীয় বিতর্ক) অনুষ্ঠিত হলো, তখন আলেমরা বলেছিল যে, যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত ও ওফাত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তা'হলে তারা খ্রীষ্টান পাদ্রীদের পক্ষ সমর্থন করবে।

খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাফল্যপূর্ণ ইসলামী খেদমত ও কীর্তি সমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর (আইঃ) বলেন যে, সে কথা অপরেও স্বীকার করেছে। সুতরাং মোঃ নূর মোহাম্মদ নক্‌শবন্দী, মোঃ আশরাফ আলী থানভীর কুরআন মজীদ অনুবাদের প্রারম্ভে যে ভূমিকা লিখেছেন এতে তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক পাদ্রী লেফরয়ের পরাজয়বরণ ও পর্যুদস্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তেমনি ভাবে পাঞ্জাব থেকে নিয়ে ইংলন্ড পর্যন্ত সকল পাদ্রীকে পরাজ দানের কথাও স্বীকার করেছেন। তেমনি ধারায় স্কেন্ডেনিভিয়াতে খ্রীষ্টান মিশনারী সমূহের কমিশনের সদস্য Britel Wibere লিখেছেন যে আহমদীয়া জামাত খ্রীষ্টধর্মের শত্রু এবং ইসলামের সেই হৃত গৌরব পুনর্বহাল করার জন্য তৎপর, যে গৌরব মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে প্রথম শতাব্দীতে ইসলাম লাভ করেছিল। আর একজন গ্রন্থলিখক হার্বার্ট গোনার শামেজ লিখেছেন যে, আহমদীয়া জামাতই খ্রীষ্টানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করায় সচেষ্ট এবং খ্রীষ্টধর্ম হলো তাদের লক্ষ্যবস্তু (Target)। হল্যান্ডে ডঃ হিউবান জামাতের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করলে উহার উত্তরে সেখানকার একটি স্বাধীন ক্যাথলিক পত্রিকা M66 জামাত আহমদীয়ার প্রকৃত স্বরূপ ও যথার্থ পরিচয় তুলে ধরে লিখেছে যে, এ জামাতটিই হলো ইসলামের প্রতিনিধি জামাত এবং ইহা প্রতিনিধিত্বের পুরাপুরি অধিকার রাখে। খ্রীষ্টান ক্যাথলিক মতাদর্শের অনুসারীরাই ইহার বিরুদ্ধাচরণকারী।

জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন যে, বোম্বে থেকে প্রকাশিত 'আখবারে জদীদ উর্দু রিপোর্টার' আর একটি পত্রিকা 'নায়ি দুনিয়া'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে যে খ্রীষ্টানরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের পুঁজির জোরে খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং যখনই আহমদীয়া জামাত ইউরোপ ও আফ্রিকাতে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তবলীগি ময়দানে বিশেষভাবে কর্মতৎপর হয়, তখনই খ্রীষ্টান জগৎ পাকিস্তানে জামাত আহমদীয়ার বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব ঘটিয়ে দেয়। উক্ত বিষয়ের অতিসাম্প্রতিক তাজা প্রমাণ হলো এই যে, পাকিস্তান ন্যাশনাল কাশ্‌তকার পার্টির (খ্রীষ্টান) সভাপতি মিঃ পিটার-গুল কিছুকাল পূর্বে এক বিবৃতিতে দাবী উত্থাপন করেছিল যে পাকিস্তানের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদেরকে আহমদীদের কবল থেকে রক্ষা করা হোক এবং আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র সমূহ এবং লিটারেচারের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হোক। সুতরাং পাকিস্তান সরকার তদনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং খ্রীষ্টান চৌধুরী সলিম আখতার আহমদীদের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহকে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা ও উদ্দীপনা সহকারে স্বাগতম জানায় এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে (জেনারেল জিয়াউল হক) অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। এ সকল বিষয়ের দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে খ্রীষ্টধর্মের স্বার্থাবলীর সংরক্ষণ তো তারাই করেছে, যারা খ্রীষ্টানদের ইশারায় খ্রীষ্টধর্মের সাহায্য করেছে এবং সক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ক্রীড়ণকে পরিণত হয়েছে।

(পাকিস্তান দাবীর চিরশত্রু) 'মজলিসে আহরার'-এর কথা উল্লেখ করে হুজুর বলেন যে গুনির

ইনকোয়ারী রিপোর্ট যা একটি উচ্চ পর্যায়ের আদালতী সনদ হিসেবে স্বীকৃত--এতে আহরারদের নাক-নকশা সুস্পষ্টাক্ষরে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানে বসবাসকারী আহরারী উলেমা ও নেতারা পাকিস্তানকে 'পিলিদস্তান' (নাপাকস্তান) বলে অভিহিত করতে থাকে এবং এইতকও বলেছে যে, 'পাকিস্তান হল একটি 'বাজারী মহিলা' (বেশ্যা নারী), যেটাকে আহরারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করেছে।' এ সকল লোক আজও পাকিস্তানকে তদ্রূপই মনে করে থাকে এবং পাকিস্তানের সহিত 'বাজারী নারী' সুলভ ব্যবহারই করে চলেছে। যখন (মুনীর তদন্ত) আদালত তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, তোমরা পাকিস্তানে অমুসলিমদের অধিকার হরণ করার বিষয়ে মত পোষণ করছো—এমতাবস্থায় যদি অনুরূপ ব্যবহার অন্যান্য অমুসলিম দেশ সেখানকার মুসলমান অধিবাসীদের সহিত করে, তা'হলে তোমরা কি তা গ্রহণ করে নিবে? তখন এ সকল লোকই ছিল যাদের মধ্যে প্রতিনিনিধি হিসেবে ছিলেন মৌলানা সৈয়দ আবুল আ'লা মওদুদী, সৈয়দ মোহাম্মদ আহমদ কাদরী এবং সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বোখারীর ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, যারা সে প্রশ্নের নিঃসংকোচে ইতি বাচক উত্তর দিয়েছিলেন, ভারতে মুসলমানদের সহিত সুদ্‌সলুভ ব্যবহার করা হোক অথবা মুসলমান মহিলাদের বেহুরমতি করা হোক, তাতে এসব লোকের অন্তরে লেশমাত্রও দুঃখ-বেদনার উদ্রেক হয় না এবং মুসলিম জাহানের প্রতিও তাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগে না। এরা হলো এমন ধরণের লোক যে, মুসলমানদের উপর যে কোন অত্যাচার-উৎপীড়ণ অনুষ্ঠিত হোক না কেন তাতে তাদের পক্ষে কিছুই যায় আসে না। পক্ষান্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অবস্থা ছিল এই যে, ইসলামের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার দাবীদার সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ— اے دل تو نیز خاطر ایناں نگاہ دار - کاخر کنند دعوائے حب پیمبرم অর্থাৎ—'হে খোদা! এরা যদিও (আমার ব্যাপারে) অপরাধী ও মিথ্যাবাদী, তথাপি আমি এদের বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করি না, কেননা এরা কমপক্ষে হলেও ইসলামের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত রাখার দাবী তো করে।'

(তথাকথিত) পুরাতন ও নূতন 'গবেষক'দের গবেষণার মধ্যে তুলনা পেশ করতে গিয়ে হুজুর বলেন যে, অতীতে যে অবধি এ সকল মুসলমান নেতাদের সত্য কথা বলার সৎসাহস ছিল, সে অবধি তো তারা আহমদীয়তকে আজ যেভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে চিত্রিত করতো। সুতরাং একজন অনেক বড় চিন্তাবিদ ও নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন :

"মির্যা সাহেবের এই খেদমত অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে এহসান ও কৃতজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত করে রাখবে। তিনি লিখনীর দ্বারা জেহাদকারীদের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধের যে মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং যে লিটারেচার মহান স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছেন—যা কিনা মুসলমানদের ধমনিতে যতদিন জীবন্ত রক্ত প্রবাহিত থাকে এবং ইসলামের সমর্থনের আবেগ-অনুভূতি তাদের জাতীয় চরিত্রের শিরোনাম হিসেবে পরিদৃষ্ট হয় ততদিন কায়েম থাকবে।"

দুনিয়ার সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে হুজুর বলেন : "যদি আপনাদের ধমনিতে ইসলামের জন্য গয়রত ও আবেগ-স্পৃহার জীবন্ত রক্ত বিদ্যমান থাকে তা'হলে আপনাদের হৃদয় ও রশনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অবদান ও ইহসানকে স্মরণ রাখতে বাধ্য এবং যত দিন আপনাদের মধ্যে ইসলামের সমর্থন ও সংরক্ষণের জন্য সত্যিকার

আবেগ-স্পৃহা বিদ্যমান থাকে, ততদিন আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে ইসলামের প্রথম সারির মোজাহেদ বলে আখ্যাত করুন। সুতরাং আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি এবং প্রত্যেক আহমদী আপনাদের নিকট এ প্রশ্ন করার অধিকার রাখে যে, সে জীবন্ত রক্তের এমন কি হয়ে গেলো এবং ইসলামের জন্য সেই আবেগ-স্পৃহারই বা এমন কি ঘটে গেল যে, খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামের সর্বাপেক্ষা মহাবীরের উপর এই দোষারোপ করতে আরম্ভ করেছো যে খ্রীষ্টানেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই 'চারা গাছটি'কে রোপন ও পানি সিঞ্চন করেছিল এবং ইহা ইংরেজদের 'রোপনকৃত বৃক্ষ'। তোমাদের রক্ত কে শোষণ করে ফেলেছে? সে কোন্ চামচীকা আজ তোমাদের ধমনিতে দাঁত বসিয়ে আছে? এবং ইসলামী গয়রতের রক্ত শোষণ করে নিচ্ছে এবং তোমরা তা অনুভবও করতে পারছো না? যদি সেই পবিত্র রক্ত আজও তোমাদের শিরায় প্রবাহিত হয়ে চলছে, তা'হলে খোদার কসম, তোমরা হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি অভিসম্পাতের পরিবর্তে সদাসর্বদা রহমত প্রেরণ করতে থাকবে এবং ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের প্রতি (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তাকীদপূর্ণ আদেশ অনুযায়ী) সালাম ও দরূদ পাঠ করবে, যিনি (মির্যা সাহেব) তাঁর জান, মাল, ইজ্জত ও সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি এবং মাতা-পিতা—এককথায় সব কিছু কোরবান করে দিয়েছেন। তিনি শুধু একটি মাত্র আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে দণ্ডায়মান হন, এই একটি মাত্র আশা ও আকাংখা নিয়ে জীবিত থাকেন এবং এই একটি মাত্র আশা ও আকাঙ্খা পূরণের আগ্রহ ও স্পৃহা নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন যে, হায়! দুনিয়া থেকে খৃষ্ট ধর্মের (ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টকারী) শিক্ষাকে যদি চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হতো! আর একটি মাত্র শিক্ষাই পৃথিবীতে বিরাজ করুক এবং উহা হোক আমার আকা ও মৌলা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা। একটি মাত্র কিতাব বিরাজ করুক, যা কিনা আমার আকা ও মৌলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কিতাব এবং একমাত্র রসুল বিরাজ করুন, যাঁকে ইজ্জত ও সম্মান ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করা হোক অর্থাৎ মোহাম্মদে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। শত আক্ষেপ! আজ তিনি হলেন তোমাদের দৃষ্টিতে ইসলামের সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক! এবং তোমরা (পাকিস্তানের আহরারী ও মওদুদী পন্থীরা) হলে ঐ সকল লোক যারা মুসলমানদের ইসলামী গয়রত ও আবেগ-স্পৃহার ধমনী থেকে রক্ত শোষণ করে চলেছো। নিজেরা ইসলামের মহাবীর সেজে জগতের সামনে উপস্থিত হচ্ছো। খোদার কসম, এই ধোকা, এই প্রতারণা চলবে না। আমরা দুনিয়াকে দেখিয়ে ছাড়বো। যে কে বিশ্বাসঘাতক এবং কে ইসলামের প্রথম সারির মোজাহেদ! (ক্রমশঃ)

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' থেকে অনুদিত)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

পশ্চিমে সূর্যোদয়

(ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

বিগত ৫, ৬ এবং ৭ই এপ্রিল ইংলণ্ডের ইসলামাবাদে যে মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তাতে আল্লার খাছ অনুগ্রহে এই অধমেরও যোগদান করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ !

গত ২রা এপ্রিল রাত্র ৮-৯৫ টায় ঢাকা থেকে বৃটিশ এয়ার ওয়েজের ট্রি ষ্টার বিশাল আয়তন বিমানে করে আমরা লণ্ডন যাত্রা করলাম। আমরা যাচ্ছি পশ্চিম দিকে। রাতের পিছনে ধাওয়া করে চলেছি। বাংলদেশে যখন সকাল হয়ে গেছে তখনও আমাদের অনেক রাত। তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ হল প্লেনে। ভোর হয়েও হয় না। ফজরের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা যখন জার্মানীর উপর তখন ফজরের নামাজ পড়ে নিলাম। সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হিথ্রো বিমান বন্দরে গিয়ে পৌঁছলাম ভোর ৬-১০ মিনিটে। বাংলাদেশে তখন ১১-১০ মিনিট। তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রী ফারেন হাইট। বাংলাদেশের শেষ চৈত্রের কড়া গরম থেকে হঠাৎ করে যেন পৌষ মাসের শীতের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ৩রা এপ্রিল দিনটি ছিল রৌদ্র ঝরা দিন। এমন সুন্দর দিন নাকি এবারকার মৌসুমে এই প্রথম। হিথ্রো বিমান বন্দর পৃথিবীর ব্যস্ততম এয়ার পোর্ট। প্রতি মিনিটে পাঁচটি করে বিমান উঠানামা করছে। আমাদের সহযাত্রী কারো ভিসা বা প্রবেশ-পত্র ছিল না। লণ্ডন মিশন থেকে হোম ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সম্বন্ধে আগে থেকেই জুমলা ভাবে বিমান বন্দরের কর্তৃপক্ষকে অবগত করান ছিল। তাই প্রবেশ-পত্র পেতে অসুবিধা হল না। আহমদীয়া কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছি শুনেই অনুমতি দিয়ে দিল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল সুন্দরবন জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে নিয়ে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রায় ৭০ বৎসর বয়স্ক শুভ্র শ্মশ্রু মণ্ডিত বুজুর্গ ব্যক্তি তিনি। গাঢ় নীল বর্ণের হাতে ধোয়া সার্ট, সাদা পায়-জামার শেষ প্রান্ত লাল মোজার ভিতর ঢুকান। গায়ে বিশেষ ধরণের একটা কোট। তাও আবার শেরওয়ানীর উপর। এমনটি দেখে হয়ত ওরা অভ্যস্ত নয় তাই সন্দেহ বশতঃ তাঁকে আটকিয়ে দিল। নিয়ে গেল ভিতরে অন্য এক কক্ষে। আমরা সবাই চিন্তিত। সঙ্গীর অনিশ্চয় ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা আল্লা আল্লা করছি। উৎকণ্ঠা নিয়ে ভিসা প্রদান-কারী অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের সঙ্গীর বিষয়ে। উত্তরে জানতে পারলাম যে ওরা সন্দেহ করেছে যে উনার (শামছুর রহমান সাহেবের) কোন ভয়ানক ধরণের রোগ আছে। তাই ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া তাঁকে ভিসা দেওয়া যাবে না। হায় এখন উপায় ? সবাই বসে বসে দোওয়া করতে লাগলাম। দীর্ঘক্ষণ পর তিনি ফিরে এলেন, ভিসাও পেয়ে

গেলেন। লাভের মধ্যে লাভ হল বিলাতের ডাক্তার দিয়ে তাঁর একটা মুফ্‌ত চেক আপ হয়ে গেল। আশ্বস্ত হয়ে মাল-পত্রের খোঁজে চললাম। অনুসন্ধান করে দেখা গেল আমার সুটকেসটি নেই। তন্ন তন্ন করে তালাশ করলাম, পাওয়া গেল না। আমার কাপড় চোপড় সহ সফরের প্রায় সব সামগ্রীই ছিল ঐ সুটকেসটিতে। বিশেষ করে হুজুরের (আইঃ) জন্য নেয়া উপহারও ছিল ঐ টিতে। গেলাম বিমান বন্দরে অবস্থিত 'লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড' বিভাগে। অভিযোগ লিপিবদ্ধ করালাম। এরপর ওখান থেকে বের হয়ে এলাম। বের হয়ে দেখি জনাব ইসমত পাশা আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে টিওবে করে ইষ্ট পাটনী ষ্টেশনে নামলেন, এরপর টেকসিতে করে লণ্ডন মিশনে নিয়ে গেলেন। লণ্ডন মিশন লোকে লোকারণ্য। এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আহমদীদের দ্বারা মিশন ও মসজিদ পরিপূর্ণ। সাদা, কাল, লাল, নানা বর্ণের নানা ভাষা-ভাষী মানুষের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। সবারই আগমনের উদ্দেশ্য এক। বাংলাদেশের নাম না জানা কবির কথা মনে পড়ল।

নানা বরণ গাভীরে
তার একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম
একই মায়ের পুত।

মাহমুদ হলে নাস্তার সুবন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। চা, দুধ, কর্ণ ফ্লেক্‌স, রুটি মাখন, জেলী প্রভৃতি। নাস্তা সেরে আমরা ওখানেই অবস্থান করতে লাগলাম। আলাপ আলোচনা হল নানা দেশের মানুষের সঙ্গে। দুপুরে সকলকে খানা পরিবেশন করা হল মিশনের পক্ষ থেকে। জুহর নামাজ পড়লাম হুজুরের (আইঃ) ইমামতীতে। আসরের সময় লণ্ডন প্রবাসী আহমদী ভ্রাতা (গাইবান্ধার) তারেক আবদুল কাদির সাহেব আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এক রেষ্টুরেণ্টে চা খাওয়াতে। রেষ্টুরেণ্টের মালিক আহমদী। আমাদের পরিচয় জেনে তিনি চায়ের দাম গ্রহণ করলেন না। ভ্রাতা আব্দুল কাদির সাহেব আমাদেরকে নাস্তা করালেন ভাল করে। ফিরে এলাম মসজিদে। মাগরিব ও এশার নামাজ পড়লাম হুজুরের (আইঃ) পিছনে। এখন আমাদেরকে চলে যেতে হবে লণ্ডন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ইসলামাবাদে। সেখানেই জলসা হবে, সকলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানেই করা হয়েছে। মিনি বাসে উঠতে যাব এমন সময় মিশন অফিসে আমাকে ডেকে পাঠান হল। সেখানে গিয়ে দেখি আমার সুটকেসটি দোহা থেকে আনিয়ে ওরা মিশনের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। সব কিছুই অটুট ও অক্ষয় অবস্থায় আছে। এক ঘণ্টার সামান্য বেশী সময়ে আমরা রাত এগারটায় ইসলামাবাদে পৌঁছলাম। রাত্রির খাবার লণ্ডনেই সেরে এসেছি তাই এখন শুধু ঘুমাবার পালা। কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য 'ডি' ব্লকে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বৃষ্টি ভেজা রাত। কনকনে হাওয়া, তীব্র শীত। 'ডি' ব্লকে প্রায় দেড়শ লোকের থাকার ব্যবস্থা। ব্লকটি ইট, কাঠে নির্মিত। লম্বা লাকাড়ীঘর (ডরমেটরী)—এ ধরণের

লম্বা ঘর পনের ষোলটির মত। বাকী অফিস, ডায়নিং হল মিলিয়ে সর্বমোট কুড়িটি গৃহ রয়েছে ইসলামাবাদে। থাকার ঘরগুলির মেজে গরম কাপড় বিছান। ফোম ও স্পঞ্জের তোষক, লেপ ও বালিশ সবার জন্য। টয়েলেট বাথরুমের সুব্যবস্থা রয়েছে সর্বত্র। ঠাণ্ডা গরম পানি, বদনা, সাবান, টিস্যু পেপার, বালতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব সামগ্রীই রয়েছে মেহমানদের জন্য। ইলেকট্রিক হিটার ছাড়া তিন চারটি করে গ্যাস হিটারও রয়েছে। হলের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত জুতা নিয়ে চলাচলের জন্য প্লাষ্টিক বিছান পথ। দীর্ঘ সফর এবং সারা দিনের ক্লান্তি নিয়ে আমরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। ফজরের আজানে ঘুম ভাঙ্গল। ইংলণ্ডের বুকে ধ্বনিত হচ্ছে, আল্লাহু আকবর, মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ বানী। হাইয়া আলাল সালাহ আহ্বানে আমরা চললাম বাজামাত নামাজ পড়তে। ফজর নামাজের পর দরস হল। তারপর গেলাম ডাইনিং হলে নাস্তা করতে। এরপর নানা দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের পালা। ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইসলামাবাদ। পঁচিশ একর (আশি বিঘা) জমি বাড়ী নিয়ে এই ইসলামাবাদ। লণ্ডন থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'সারি' প্রদেশে ওকিং পার হয়ে ফার্ণহাম। এরপর টিলফোর্ড কাউন্টি সাইড। ১৯২৬ সালে টিল ফোর্ডের সীপাচ এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি চালু রাখা সম্ভব হয়নি। বিক্রির নোটিশ ঝুলান হল এর কপালে। দীর্ঘদিন ঝুলে রইল 'ফর সেল' ফলকটি কিন্তু কপাল খুলল না। কেউ কিনতে এলনা এই লোকসান থাওয়া প্রতিষ্ঠানটি। আল্লার পরিকল্পনা লংঘন করবে কে? পাকিস্তানে স্বঘোষিত 'গড ফাদার' জিয়াউল হক তখনও নাবালক। তাকে খাকি কাপড় পড়তে হবে। ভুট্টোর অনুগ্রহে অটোপ্রমশন পেয়ে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের গদী দখল করতে হবে। এরপর সে আঘাত হানবে খোদায়ী জামাতের উপর, আমিরুল মোমেনীন খলিফাকে যেতে হবে লণ্ডনে। তার পর প্রয়োজন দেখা দিবে একটি ইউরোপীয় কেন্দ্রের জন্য প্রশস্ত জায়গার। অতএব খায়রুল মাকেরীন আল্লাহতায়ালার পরিকল্পনাকে রদ করবে কে? বর্তমান ইসলামাবাদ দীর্ঘ দিন বধুর ন্যায় অপেক্ষা করছিল তার আসল বরের। চার লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী মূল্যে খলিফাতুল মসিহ রাবে (আইঃ) খরিদ করে নিলেন এই জায়গাটি। তিনি এর নামকরণ করলেন ইসলামাবাদ। হ্যা, সত্যিকার অর্থে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পরিকল্পনা গৃহীত হয় কলেমা মুছাবার। নির্দেশ জারি হয় আজান বন্ধ করার, মসজিদ, নাম মুছে ফেলার। আর ইংলণ্ডের এই ইসলামাবাদে ইউরোপীয় নওমুসলিমদের কণ্ঠে আজান ধ্বনিত হতে শুনেছি। হাজার কণ্ঠে দরুদ ও সালাম উচ্চারিত হতে শুনেছি।

এবারকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঐ স্থানে সমগ্রবিশ্বে ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখেছি। খৃষ্টধর্মের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত এই ইসলামী কেল্লায় হাজার হাজার কণ্ঠে ইসলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়ে সমগ্র এলাকা মুখরিত হয়ে উঠতে দেখতে পেয়েছি।

স্কুলের খেলার মাঠটিতে বড় বড় মাকি (বিরাট তাবু) খাটান হয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের জলসার জন্য। এর পাশে বিরাট অঙ্গনে শত শত গাড়ী রাখার ব্যবস্থা। ইসলামাবাদ আর লণ্ডন মসজিদে যাতায়াতের জন্য জামাতের পক্ষ থেকে মাইক্রোবাস ও লাক্সারী কোচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাইনিং হলের পরিবর্তে দু'টি বিরাট মাকিতে খাবারের ব্যবস্থা করা হল। বাংগালী, উরিয়া, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশীয়া, মালয়েশীয়া ও বার্মার অধিবাসীদের জন্য ভাতের ব্যবস্থা ছিল। গাড়ী বোঝাই করে মোরগ ও ভেরার হালাল গোস্ত আসত প্রতিদিন। গরম চায়ের ব্যবস্থা ছিল সব সময়। সুশীতের দেশ, তাই যখন ইচ্ছা, চা যত ইচ্ছা পান করতে পারেন। (চলবে)

সংবাদ

কলেমাধারীদের গ্রেফতার ঃ

১। সিন্ধু প্রদেশের থরপারকার জেলার কুনরী নামক স্থানে ও তার আশ্-পাশ এলাকাতে গত ৩রা মে পর্য্যন্ত ৬৯ জন আহমদীকে কলেমা ব্যাজ ধারণের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে।

মিঃ খলিল আহমদ ও মিঃ বেলায়েত (উভয়ের বাড়ী গোঠ আজীজ আহমদ নামক স্থানে) এবং মিঃ শাহনাওয়াজ (বাড়ী নোকোটে)—এই তিন জন আহমদীকে গ্রেফতার করার পরে জনসমক্ষে বেদম প্রহার করা হয় ও অন্যান্যভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হয়।

কুন্রীর বিভিন্ন মসজিদে মে মাসের ৩ তারিখে জুম্যার খোৎবায় আহমদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ বিষোদগার করা হয়। অতঃপর তারা প্রসেশন বাহির করে। মিছিলের মাঝে তারা শ্লোগান দিতে থাকে (ক) আহমদীদের মসজিদ ও বাড়ীঘর হতে কলেমা হঠাও। (খ) আহমদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর।

২। বাদীনের পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ আহমদীগণকে এই বলে শাসিয়েছেন যে তারা যদি তাদের মসজিদ হতে 'কলেমা' অপসারণ না করে, তাহলে সকল আহমদীকে পাইকারী ভাবে গ্রেফতার করা হবে।

৩। জামাতের কর্মকর্তাগণকে হয়রানী করা হচ্ছে এবং তাদের গৃহ তল্লাশী করা হচ্ছে। কুনরী, মোহাম্মদাবাদ এবং নাসিরাবাদ প্রভৃতি স্থানে এসব পুলিশী অপতৎপরতা কার্য্যকর করা হয়েছে। নোকোট জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব দীসার নূরানীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। থরপারকার জেলার মোহতরাম আমীর জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকী সাহেবের বাড়ীতে গত ২৫শে এপ্রিল তল্লাশী করা হয়েছে।

৪। আহমদী নিপীড়ন প্রশাসনের একটা সাধারণ কার্য্যক্রমের পরিণত হয়েছে।

৫। হত্যার চেষ্টা :—গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৮৫, ভোর পাঁচটার সময় খায়েরপুর (সিন্ধু প্রদেশ) জেলার আমীর মোহতারম চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ চীমা সাহেবের পুত্র জনাব চৌধুরী মনোয়ার আহমদ চীমাকে বিরুদ্ধবাদীরা ছুরিকা দ্বারা আক্রমণ করে এবং তার কাধে ও পায়ে কয়েকটি গুরুতর জখম সৃষ্টি করে। ভাগ্যক্রমে আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এখন তিনি বিপদ-মুক্ত হয়েছেন। এই এলাকায় ইহা সপ্তম হত্যা প্রচেষ্টা।

৬। কুন্রীতে গত কিছু দিনের মধ্যে প্রায় অর্ধশতের মত আহমদীকে কলেমা ব্যাজ ধারনের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ তাহাদিগকে বক্ষে-বিধৃত কলেমা ব্যাজ সরাইয়া ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আহমদীরা কোনক্রমেই কলেমা-ব্যাজ সরায়ে ফেলতে রাজি হয়নি। অতঃপর পুলিশ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মারধর করে এবং অত্যাচার চালায় যাতে যাতনায় কাতর হয়ে আহমদীরা নিজেই কলেমা-ব্যাজ অপসারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু একটা

ক্ষেত্রেও এমন হল না যে, আহমদী নিজহাতে কলেমা ব্যাজ সরায়ে ফেল্‌ল। যন্ত্রণা দগ্ধ হয়ে কোন কোন আহমদী পুলিশকে এতটুকুই বল্ল যে, পুলিশ ইচ্ছা করলে নিজহাতে কলেমা ব্যাজটি সরায়ে ফেলতে পারে।

শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ, অবস্থা বেগতিক দেখে, **একজন হিন্দুকে এই কলেমা-ব্যাজ সরাবার জন্য নিযুক্ত করল, আর ঐ হিন্দু কাজটা সম্পাদন করে দিল।**

মুসলমানে হিন্দু ডাকে কলেমা সরাতে,
লজ্জা-সরমের যেন নাই কিছু তাতে ;
আল্লা ও রসুলে ফেলে দেবতার তলে,
মুসলমান গেছে হায় এত রসাতলে !
মৌলবীর ফৎওয়া আছে, একথা বলিয়া
কলেমা সরায়, হায় ! পৌত্তলিক দিয়া,
কা'বার ইতিহাস গিয়াছে উলটিয়া,
কি করে তা সহ্য করে মুসলিমের হিয়া !

আপনারা প্রতিবারের নামাজেই সেজদারত অবস্থায় দরদভরা হৃদয়ে দোওয়া করবেন, যাতে পাকিস্তানী আহমদী ভাই-বোনদের জান-মাল ইজ্জত আব্রু ও ধর্মীয় ইস্তেকামাৎকে আল্লাহতা'লা বিশেষ ভাবে হেফাজত করেন এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অতিসত্বর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ আমাদের সকলের হাদী, হাফেজ ও নাসের হউন. আমীন।

—খাকসার

মকবুল আহমদ খান
সেক্রেটারী, উমুরে আমা, বাঃ আঃ আঃ

রেংগুন জামাতের সংবাদ

রেংগুন থেকে ঢাকা জামাতের জনৈক সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে ২/৫/৮৫ ইং লিখিত পত্রে রেংগুন জামাত সম্বন্ধে নিম্নরূপ আলোকপাত করেছেন :

"রেংগুনে জামাতের অনেক সদস্যের সংগে দেখা হয়েছে। এখানকার নতুন আগত মুবাল্লিগ মৌঃ মোহাম্মদ সালেক সাহেব জামাতের কাজ-কর্ম খুবই পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে করছেন। ইতিমধ্যে আমরা বাদ মাগরিব বেশ কয়েকটি আলোচনা-বৈঠক করেছি এবং গত রোববার রেংগুন খোদ্দামুল আহমদীয়ার পিক্‌নিকে ৭০ থেকে ৮০ জন খোদ্দাম ও আতফালের সঙ্গে যোগদান করেছি এবং সেখানে ও অন্যান্য বৈঠকে তালিম, তরবিয়ত. তবলীগ ও সাংগঠনিক বিষয়ে ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখানকার জামাত ছোট হলেও নবাগত মোবাল্লিগ সাহেবের তত্বাবধানে দ্রুত উন্নতি করবে বলে আমরা আশা করতে পারি, ইনশাআল্লাহ। স্থানীয় ভ্রাতাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও জোশ রয়েছে এবং জামাতের প্রতি মহব্বত রয়েছে।"

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ মজলিসে মুশাওয়ারাত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে বিগত ১০, ১১ ও ১২ই মে. ১৯৮৫ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার ঢাকাস্থ দারুত তবলিগে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ মজলিসে মুসা-ওয়ারাত অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ।

এই শুরায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ ৯১টি জামাতের মধ্যে ৪৫টি জামাত অংশ গ্রহণ করে।

প্রথম দিবস ১০ই মে, '৮৫ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩-৩০ মিঃ হইতে মসজিদের নীচ তলায় হল রুমে মজলিসে শুরা মোহতারম আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। এই অধিবেশনে মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব সদর মুরুব্বী, কোরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করিয়া দোওয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। শুরার নিয়মাবলী ও অন্যান্য কতিপয় বিষয় সমূহ সংক্ষেপে খাকসার ব্যাখ্যা করি। ইহার পর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব চলতি শুরার জন্য নিম্নোক্ত দুইটি সাব-কমিটি গঠন করিতে আহ্বান জানান।

১। সাধারণ সাব-কমিটি (কমিটিতে তবলিগ, তালিম-তরবিয়ত, দায়ী ইল্লাল্লাহ, রিস্তানাতা ও অন্যান্য জরুরী বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল)।

২। ফাইনান্স সাব-কমিটি।

প্রথম সাব-কমিটি ২১ সদস্য বিশিষ্ট ছিল। এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন, ময়-মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহতারম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। এই কমিটি ১২টি জামাতের প্রতিনিধি ও সাব-কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমূহের জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী সাহেবান সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয় সাব-কমিটি ২২ সদস্য বিশিষ্ট ছিল। এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন রাজশাহী জামাতের প্রেসি-ডেন্ট মোহতারম বি, এ, এম, আবদুস সাত্তার সাহেব। এই কমিটিতে একজন সদর মুরুব্বী, আহমদনগর জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার সেক্রেটারী ফাইনান্স ছাড়াও ৯টি জামাতের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কমিটিদ্বয়কে শুরার প্রোগ্রাম মোতাবেক তাহাদের জন্য নির্ধারিত বিষয় সমূহ সম্পর্কে পরবর্তী দিবসে আলোচনার পর রিপোর্ট পেশ এর দায়িত্ব অর্পন করেন। ইহার পর কর্মসূচী মোতাবেক বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার সেক্রেটারী ইসলাহ-ও-ইরশাদ, সেক্রেটারী ওসিয়ত ও তালিম, সেক্রেটারী রিস্তানাতা ও তসনিফ, সেক্রেটারী উমুরে আমা, লাইব্রেরী সংক্রান্ত ও অর্থ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রে-টারী সাহেবান তাহাদের নিজ নিজ বিভাগের রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার পর খাকসার বিগত শুরায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী ও বর্তমানে শুরার জন্য বিভিন্ন জামাত হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহ মজলিসে পেশ করি। অতঃপর পরবর্তী দিবসে সকাল ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত শুরার কার্য মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

শুরায় গঠিত সাব-কমিটি সমূহ তাহাদের উপর ন্যস্ত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সন্ধ্যা ৭-৩০ পর মিনিট এর পৃথক পৃথক ভাবে বৈঠকে বসেন। এবং রাত ১২টা পর্যন্ত কমিটির সমূহের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে সকাল ৮-৩০ মিনিটে। শুরার দ্বিতীয় দিবসের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী কোরআন করীম হইতে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর শুরায় আগত জামাতগুলির মধ্য হইতে ১৮টি জামাতের কার্যক্রম সম্পর্কে স্ব স্ব প্রেসিডেন্ট সাহেবান রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার পর বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর তরফ হইতে যথাক্রমে মোহতারম নাযেমে আলা ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ মোহতারম মোহাঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব ও লাজনার প্রতিনিধি মোহতারম শামশুর রহমান সাহেব নিজ নিজ বিভাগের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন। ইহার পর এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকাল ৪-০০ ঘটিকা হইতে শুরু হয়। এই অধিবেশনে মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী কোরআন করীম তেলাওয়াত করেন। অতঃপর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কতিপয় মুরুব্বী/মোয়াল্লেমীন তাঁহাদের বিগত বৎসরের কার্যবিলীর রিপোর্ট পেশ করেন। এই অধিবেশনে জেনারেল সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের উপর ন্যস্ত বিষয় সমূহের আলোচনার পর বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত সুপারিশ সমূহ মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে পেশ করা হয়। তন্মধ্যে ইহা উল্লিখিত ছিল যে, ইতিপূর্বে সদর হইতে প্রাপ্ত যে সকল নির্দেশাবলী সকল জামাতকে পাঠানো হইয়াছে, তাহা যথাযথ ভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। সাব-কমিটি সুপারিশ করেন যে, সে সমস্ত নির্দেশাবলী পুনঃপ্রচার করা হউক।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উপস্থিত মজলিসকে অবহিত করেন যে ইতিপূর্বে প্রচারিত নির্দেশাবলী পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, যাহাতে জামাত সমূহ তাহা কার্যকরী করার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে পারে। অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে মজলিসকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কার্যক্রম হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হইতেছে, যাহা আমারই প্রতিনিয়ত লন্ডন হইতে পাইতেছি।

ইংল্যান্ডের সদ্য সমাপ্ত জলসা হইতে প্রত্যাগত মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব যে দশটি বিশেষ নির্দেশ এই জলসায় হুজুর আকদাস (আইঃ) দান করেন, তাহা বর্ণনা করিলে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উপস্থিত মজলিসকে জানান যে, ঐ নির্দেশাবলী লিখিতভাবে পাওয়ার প্রতীক্ষা করা হইতেছে এবং তাহা পাওয়া মাত্র এখানে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ইহার পর এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তী দিবস ১২ই, মে ১৯৮৫ রোজ রবিবার সকাল ৮-৩০ মিঃ হইতে শুরার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে কোরআন করীম তেলাওয়াত করেন, মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী। ইহার পর বাজেট সাব-কমিটির চেয়ারম্যান সাহেবের অনুপস্থিতিতে সেক্রেটারী হিসাবে খাকসার বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯৮৫-৮৬ সনের আমদ ও খরচ বাজেট পেশ করি। তৎসংগে সাব-কমিটির প্রস্তাবাবলী মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে পেশ করা হয়। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ হাত উঠাইয়া বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯৮৫-৮৬ সনের আমদ ও খরচ বাজেট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন।

শেষ দিবসে দ্বিতীয় অধিবেশন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয় বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে। অধিবেশনে নবনিযুক্ত মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব কোরআন

করীম হইতে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তিনদিন ব্যাপী শূরার কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত হেদায়েত মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই হৃদয়স্পর্শী ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মজলিসকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, কিছু-কাল যাবত হুজুর আকদাস (আইঃ) বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তাহা হইতেছে (১) বাজামাত নামাজ আদায় ও দোয়াতে নিরত থাকা,, (২) দায়ী ইলাল্লাহর কার্যক্রম জোরদার করা এবং (৩) মালী কোরবানীতে সকলের আরো বেশী বেশী উদ্যোগী হওয়া। এই তিনটি বিষয়ে সকল জামাতকে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

তিনি মজলিসকে আরো জানান যে লন্ডন হইতে প্রেরিত হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর বিভিন্ন নির্দেশাবলীর অনুসরণে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া বিশেষ ভাবে তৎপর। লন্ডনে গৃহীত 'রিভিউ অব রিলিজিয়নস' মাসিক পত্রিকা সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবিদের নিকট বিনামূল্যে পেঁছাইবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে আমরা বাংলাদেশের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতবর্গের ঠিকানা প্রেরণ করিয়াছি। তাহা ছাড়া পাকিস্তানে যে পবিত্র কলেমা লইয়া উন্মত্ত ও বিভৎস তান্ডব চলিতেছে সে সকল ঘটনাবলীর সম্পর্কে লন্ডন হইতে প্রাপ্ত খবর পত্রিকা ও বিদেশী দূতাবাসে প্রেরণ করিয়া সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করিয়া তোলার কার্যক্রমও গ্রহণ করিয়াছি। আহমদীয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যাও দেশের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবিদের সংগে যোগাযোগ করিয়া অবহিত করার প্রচেষ্টা চালানো হইবে।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব শূরায় আগত সমস্ত জামাতের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তাহারাও যেন স্ব-স্ব এলাকায় যথা সম্ভব অনুরূপ কার্যক্রম চালু রাখবেন। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বক্তৃতার পর পর আবারও কতিপয় সেক্রেটারী সাহেবান তাহাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আহবাবে-জামাতের খেদমতে সহযোগিতা করার অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করেন। এই শূরায় খাকসার আগত মেহমানদের শুকরিয়া আদায় করিয়া সকল বিষয়ে তাহাদের সহযোগিতা কামনা করি ও এস্তেজামি দোষত্রুটি সমূহ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাই। হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কর্মময় সুস্বাস্থ্য ও জামাতের অন্যান্য বুজুর্গানদের সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়া খাকসার বক্তব্য শেষ করি।

সর্বশেষে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করিয়া সকাতর দোওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬ষ্ঠ মজলিসে মুশওয়ারাত এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন—আলহামদুলিল্লাহ।

এ. কে. রেজাউল করিম
সেক্রেটারী ৬ষ্ঠ মজলিসে মুশাবেরাত

নিযুক্তি

(১) লণ্ডন মসজিদের মোহতারম নাজেরে আলা সাহেবের নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়াতে একটি শ্রুতি ও দর্শন (Audiovisual) বিভাগ কায়েম করা হইয়াছে। জনাব বশির উদ্দিন আকরাম আহমদ খান চৌধুরীকে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(২) জনাব মৌঃ আবদুল্লাহ সাহেবকে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এ্যাডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী এবং সেক্রেটারী রাবেতা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা জামাতের বন্ধুগণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে।

ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

'খোদ্দামুল আহমদীয়ার এলান'

কেন্দ্রীয় তরবিয়তী ক্লাশ ও ধর্মীয় আলোচনা সভা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতি বৎসর ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ করে যাচ্ছে। সে মোতাবেক আসন্ন রমযান মাসে আগামী ২৭শে মে '৮৫ রোজ সোমবার (সকাল ১০ ঘটিকা) হ'তে ৭ই জুন '৮৫ পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী একাদশ বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআন করিমের হুকুম "কু আনফুছাকুম ওয়া আহ্লেকুম্ নার।" (নিজে এবং নিজের পরিবারকে দোজোখের আগুন থেকে বাঁচাও) উক্ত নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ মজলিসের আসন্ন তরবিয়তী ক্লাশে সকল জামাতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিস হতে অধিক সংখ্যক ছাত্র যেন যোগদান করে, সে বিষয়ে প্রত্যেক আহমদী পরিবারের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

মাসিক তবলিগী সভা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে, বিগত ১লা মে রোজ বুধবার আল্লাহতায়ালার ফজলে ঢাকায় ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলিগ হল রুমে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ তবলিগী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে কোরআন পাক তেলাওয়াত করেন হাফেজ জালাল উদ্দিন সাহেব। কোরআন ও হাদীসের আলোকে মসীহ মওউদ (আঃ) এর সত্যতার উপর বক্তৃতা করেন সদর মুরুব্বী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। তিনি তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতায় কুরআন ও হাদিসের অকাট্য যুক্তিমূলে প্রমাণ করেন যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-ই বর্তমান যুগে সমাগত প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)। তারপর একটি উর্দু নজম পাঠ করেন মেহেরুল ইসলাম সাহেব। ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শনাবলীর আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা প্রমাণ করেন মৌলভী মকবুল আহমদ খান সাহেব। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জেরে তবলীগ বন্ধুদের সংখ্যা ছিল কম। সভাশেষে উপস্থিত সকলকে চা-চক্রে আপ্যায়ন করা হয়।

খাকসার

(মোহাম্মদ আবদুল হাদী)

ন্যাশনাল মোতামাদ

দোওয়ার এলান

আমি ও আমার পরিবারের সবাই এবং জামালপুর জামাতের সকল সদস্য নানা বিপদ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সকাতর দোওয়ার আবেদন করিতেছি।

নিবেদক

মোঃ বশির আহমদ চৌধুরী

রমজান শরীফে বিভিন্ন জামাতে দরসে কুরআন ও তারাবীহর নামাজের তালিকা ও সময় সূচী

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহু।

অশেষ বরকতপূর্ণ পবিত্র রমজান মাস আগত প্রায়। এই কল্যাণময় দিনগুলিতে তারাবিহ্‌র নামাজ এবং কুরআন করিমের দরস বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া প্রতিটি জামাতের অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে এ সম্পর্কেও আমি গত ১৩-৫-৮৫ তারিখে মজলিসে শুরার উপলক্ষে আগত সকল মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমদিগের সঙ্গে এক বিশেষ সভায় মিলিত হইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নে বর্ণিত জামাত সমূহে এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য যাহাদের মনোনীত করা হইয়াছে তাহাদের নাম উল্লেখ করা হইল।

অন্যান্য জামাত যে গুলির নাম এখানে উল্লেখ নাই সেগুলির প্রেসিডেন্ট সাহেবানরা নিজ নিজ জামাতে দরস এবং তারাবিহ্‌র নামাজ পরিচালনা করার জন্য তিনি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করিয়া যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং আমাকে অবহিত করিবেন। যাহাতে এ কর্তব্য পালন অত্যধিক ক্লেশ সাধ্য না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে যে যেদিন যিনি দরস দিবেন সেদিন তাঁহাকে তারাবিহ পড়াইবার দায়িত্ব না দিয়া অপর জনকে তাহা করিবার নির্দেশ রাখিবেন। এবং প্রয়োজন বোধে এই কর্মসূচী পর্য্যায় ক্রমে অর্থাৎ সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক ভিত্তিতে পরিবর্তন করিবেন। যাহাতে এক সপ্তাহে একজন দরস দিলে পরবর্তী সপ্তাহে অপরজন তাহা দিবেন। ছোট জামাতে অবশ্য একজনকেই উভয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সবার উপর অশেষ ফজল ও রহমত নাযেল করুন। আমিন।

নিম্নে জামাতের নামের সম্মুখে রমজানে যাঁরা কোরআন করীমের দরছ দেবেন তাঁদের নাম উল্লেখ হলো।

(১) আঃ আঃ চিটাগাং ক) জনাব মোঃ গোলাম আহমদ খান ১৫ দিন খ) জনাব মোঃ মুসলেহ্‌উদ্দিন খাদেম ১৫ দিন (২) আঃ আঃ ঢাকা ক) মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সঃ মুঃ ১৫দিন খ) মোঃ মজহারুল হক ১৫দিন। (৩) মিরপুর ক) মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব সঃ মুঃ ১৫দিন খ) মোঃ মকবুল আহমদ খান ১৫দিন অথবা এ, এম, চৌধুরী। (৪) আঃ আঃ তেজগাঁও ক) ডাঃ রশিদ সাহেব ১৫দিন খ) এম, এস, আলম ১৫ দিন। (৫) আঃ আঃ নারায়ণগঞ্জ ক) মোঃ আনোয়ার আলী ১৫দিন খ) হাফেজ আবুল খায়ের ১৫দিন। (৬) আঃ আঃ খুলনা ক) মোঃ আবদুল আজিজ ১৫দিন খ) মোঃ ফারুক আহমদ সঃ মুঃ ১৫ দিন। (৭) আঃ আঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ক) মোঃ ছলিমুল্লাহ সঃ মোঃ ১৫ দিন খ) ডাঃ আনোয়ার আহমদ ১৫দিন গ) মোঃ আবদুল আলী ঘ) মোঃ সামসুল্জামান। (৯) আঃ আঃ কড়ুড়া ক) মোঃ খলিলুর রহমান ১৫দিন খ) এনামুল হক ভূইয়া। (৯) আঃ আঃ শালগাঁও ক) মোঃ জামালুদ্দিন (১০) আঃ আঃ চরদুখিয়া ঃ মোঃ আবুল বাসার পাটোয়ারী।

(১১) আঃ আঃ ধানীখোলা ক) মোঃ নূরুল ইসলাম ১৫ দিন খ) হায়দার আলী ১৫ দিন। (১২) আঃ আঃ কটিয়াদী ক) মোঃ হাফেজ সেকান্দর আলী। (১৩) আঃ আঃ নন্দনপুর ক) আলী আকবর ভূইয়া। (৪) আঃ আঃ তেরঘাতী (ক) মোঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী। (১৫) আঃ আঃ ঘাটুরা ক) মোঃ আব্দুল জাহিদ ১৫ দিন খ) মোঃ এস, এম হাবিবুল্লাহ। (১৬) আঃ আঃ শাহবাজপুর ঃ ডাঃ নাজির আলী। (১৭) আঃ আঃ দুর্গারামপুর ঃ মোঃ আবদুল মান্নান। (১৮) আঃ আঃ তারুয়া ক) মোঃ আবুল কাশেম আনছারী ১৫ দিন খ) ডাঃ হেলালুদ্দিন ১৫দিন। (১৯) আঃ আঃ সুন্দরবন ক) মোঃ শেখ জনাব আলী ১৫দিন খ) মোঃ হুসেইন আহমদ মোঃ ১৫দিন। (২০) আঃ আঃ ময়মনসিংহ ক) মোঃ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ১৫ দিন। খ) প্রঃ আনুয়ার হোসেন ১৫ দিন। (২১) আঃ আঃ বগুড়া ক) প্রঃ রজিবুদ্দিন ১৫দিন খ) মোঃ নাজাতুল্লাহ ১৫ দিন। (২২) আঃ আঃ রাজশাহী ক) মোঃ বিঃ এম এ ছাত্তার ১৫দিন খ) মোঃ ছাইফুল ইসলাম ১৫দিন। (২৩) আঃ আঃ ভাতগাঁও ক) মোঃ ইসরাইল দেওয়ান ১৫দিন খ) মোঃ হামিদ হোসেন খান ১৫দিন। গ) মোঃ জাফরুল্লাহ ১৫দিন। (২৪) আঃ আঃ আহমদনগর, দারুল মসীহ ক) শরিফ আহমদ ১৫দিন খ) আবুল হাসেম ১৫দিন আঃ আঃ আহমদনগর দারুল হাসান ক) আহছানুল্লাহ পটোয়ারী মোঃ ১৫দিন খ) মোঃ ইসমাইল বুখারী। (২৫) আঃ অঃ মাহিগঞ্জ ক) দরবেশ আব্দুস সালাম ১৫ দিন। (২৬) আঃ আঃ রংপুর ঃ মোঃ মমতাজ (২৭) আঃ আঃ পটুয়াখালী ঃ মোঃ আতিয়ার রহমান (২৮) আঃ আঃ নাটোর ক) মৌ আবু তাহের আঃ আঃ তেবাড়িয়া খ) মোঃ হামজা আঃ আঃ আলী (২৯) কুড়ুলিয়া ক) ডাঃ ইয়াকুব ৫দিন খ) মোঃ আহমদ শরিফ ১৫ দিন (৩০) আঃ আঃ জামালপুর (সিলেট) ক) মোঃ আবদুর রহমান ১৫দিন খ) ডঃ বশির আহমদ ১৫দিন (৩১) আঃ আঃ জামালপুর (ময়মন) ক) মোঃ শামসুল ইসলাম মোঃ (৩২) আঃ আঃ চাঁনতারা--মোঃ আবুবকর (৩৩) আঃ আঃ ঠাকুরগাঁও--মোঃ শামসুল আলম (৩৪) আঃ আঃ নাছিরাবাদ কুষ্টিয়া ক) মাষ্টার শওকত আলী ১৫দিন খ) মোঃ মাজিবুর রহমান ১৫ দিন। (৩৫) আঃ আঃ শেলবরশ--মোঃ রমজান আলী। (৩৬) আঃ আঃ খাগদান-- মৌ আলী আহম্মদ ১৫দিন খ) মোঃ আব্দুল বারি ১৫দিন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল আহমদী ভ্রাতাদিগকে জানানো যাইতেছে যে. আগামী ৫ ও ৬ই জুলাই ১৯৮৫ আহমদনগর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে-ইনশাআল্লাহ এবং আগামী ৮ই জুলাই, ১৯৮৫ ভাতগাঁও আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাআল্লাহ।

তেমনিভাবে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা আগামী ২৫ ও ২৬শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, উক্ত জলসা পূর্বঘোষিত তারিখে অনিবার্য কারণবশত অনুষ্ঠিত হতে পারে নাই।

সকল আহমদী ভ্রাতার নিকট খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করিতেছি এবং যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। উল্লেখ্য যে, যেহেতু অনেক মেহমান এই জলসায় যোগদানের আশা করা যাইতেছে, সুতরাং বন্ধুগণকে অনুরোধ। তাহারা যেন হাল্কা বিছানা ও বালিশ সংগে লইয়া আসেন।

সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

কলিকাতা হাইকোর্টে কোরআন শরীফ বাজেয়াপ্তির প্রশ্নে শুনানির আবেদন অগ্রাহ্য

কলিকাতা হাইকোর্টে কোরআন শরীফ বাজেয়াপ্তির রীট আবেদন গতকাল ১৩/৫/৮৫ অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। আদালতে আবেদনের সংক্ষিপ্ত সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি বি, সি, বসাক শুনানীর আবেদনটি খারিজ করিয়া দেন। রীটের উপর তিনি দুই পক্ষের বক্তব্য গ্রথিত করিয়া এ ব্যাপারে তাহার বিশদ রায় প্রদান করিবেন আগামীকাল (বুধবার ১৪/৫/৮৫)।

কলিকাতায় যোগাযোগ করিয়া জানা গিয়াছে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এটার্নী জেনারেল কে, এন, পরমেশ্বরণ এবং পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষে এডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশু আচার্য আদালতে রীটটি অবিলম্বে খারিজ করার আবেদন জানান।

সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ লইয়া কোন মামলা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নহে।

কোরআন শরীফ বাজেয়াপ্ত করার আবেদনকারী দুই ব্যক্তির একজন চান্দমল চোপরা গতকাল আদালতে উপস্থিত ছিলেন। কড়া পুলিশ প্রহরাধীনে চান্দমল চোপরাকে আদালতে হাজির করা হয় এবং পুলিশ প্রহরাধীনেই আবার ফেরত লইয়া যাওয়া হয়। আদালতে বক্তব্য পেশকালে চান্দমল চোপরা তাহার আবেদনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

অপর আবেদনকারী শীতল সিং ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়াছেন বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করিতেছে।

সংক্ষিপ্ত সওয়াল-জবাবের পর বিচারপতি বসাক রীটটি খারিজের রায় ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন, পবিত্র কোরান শরীফ আদালতে মামলার শুনানির জন্য উঠিতে পারে না।

(দৈনিক ইত্তেফাক ১৪/৫/৮৫)

উল্লেখ্য যে, গত ১০ই এপ্রিল কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিসেস পদ্মা দাস্তগীরের আদালতে চান্দমল চোপরা ও শীতল সিং নামের দু'ব্যক্তি পবিত্র কোরআন শরীফের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্যে রীট পিটিশন দাখিল করেছিল। ভারতীয় সংবিধানের ২২৩ ধারা মোতাবেক রীট আবেদনে ৯৫ সি, আর, পি, সি, এবং আই, পি, সি-র ১৫৩ (ক) এবং ২৯৫ (ক) ধারার উল্লেখ করে উভয় দরখাস্তকারী আবেদন করেছিল যেন পশ্চিম বঙ্গ সরকার পবিত্র কোরআনকে সংবিধানবিরোধী ঘোষণা করে, এর যাবতীয় আরবী কপি এবং বিভিন্ন ভাষায় তরজমাগুলো বাজেয়াপ্ত করে। তাহাদের বক্তব্য ছিলো, কোরআনের বিভিন্ন স্থানে নাকি কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাদেরকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

(দৈনিক সংগ্রাম ১/৫/৮৫ থেকে উদ্ধৃত)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে ডাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম!"

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar